অধ্যায়-১: বদনজর বিষয়ক

বদনজর (১)

.
[ক]
আল্লাহর নামে শুরু করছি..
মানুষ সামাজিক জীব, এজন্য আমাদের দৈনন্দিনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ সবার সাথে ভাগাভাগি করে আমরা বেচে থাকি। মানুষ একে অপরের কল্যাণকামী হবে এটাই স্বাভাবিক.. তবে সবসময় তা হয় না!! এই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের পেছনে কিছু নিরব ফিৎনা চলে। যেমনঃ হিংসা, নজর, যাদু ইত্যাদি..
এসব সর্বকালেই কমবেশি ছিলো, তবে সময়ের এই ক্রান্তিকালে প্রতিটি ফিতনা যেমন মরণকামড় বসাচ্ছে.. তেমনি এই ফিৎনাগুলোও মহামারির রুপ নিয়েছে।
.
আমরা 'বদনজর' দ্বারা আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি!
এখানে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে "বদনজর, যাদু, আসর" এসবের অস্তিত্ব অনেকে বিশ্বাসই করতে চায়না। কেউ বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে.. আবার কেউ এসব স্রেফ কুসংস্কার মনে করে উড়িয়ে দেন। যারা ইসলামে বিশ্বাস করেননা, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এসব অস্বীকার করেন তারা আমাদের অডিয়েন্স না। আমাদের মুখ্য হচ্ছে ঈমানদার ভাই এবং বোনেরা; যারা এব্যাপারে সন্দিহান... অতএব আমরা আজ কোরআন-হাদিস থেকে 'বদনজর' সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বিদা জানবো...
.
[খ]
১। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "বদনজর সত্য!"
.
২। সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদের হাদিসে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বদনজর সত্য, ভাগ্যের চেয়েও আগে বেড়ে যায় এমন কিছু যদি থাকতো, তাহলে অবশ্যই সেটা হতো বদনজর! যদি তোমাদের বদনজরের জন্য গোসল করতে বলা হয় তবে গোসল করে নিও.."
.
৩। মুসনাদে আবু দাউদে আছে জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহর ফায়সালা ও তাক্বদিরের পর, আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হবে বদনজরের কারণে!”
.
৪। আরেকটি হাদীস আছে ইবনে মাজাহ শরীফে,
আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, কেননা বদনজর সত্য!”
.
৫। আরেকটি হাদীস রয়েছে মুসনাদে শিহাবে, হাদিসটির সনদ হাসান।
জাবের রা. এবং আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বদনজর মানুষকে

কবর পর্যন্ত আর উটকে রান্নার পাতিল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়!”

.

৬। মুসনাদে আহমাদ, মু'জামে তাবারানীতে হাসান সনদের অপর একটি হাদিস আছে এরকম

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বদনজর মানুষকে উঁচু থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়!”

.

রাসূল সা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে বদনজর সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও এরপর আমরা কোরআনুল কারীমের কিছু আয়াত লক্ষ্য করি..

.

[গ]

১। ..."ইয়াকুব আ. বললেনঃ হে আমার সন্তানেরা! (শহরে প্রবেশের সময়) তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না, নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি, আর ভরসাকারীদের তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত ।" (সুরা ইউসুফ আয়াত ৬৭)

.

ইবনে আব্বাস রা. ইমাম মুজাহিদ রহ. কাতাদাহ রহ. সহ সকল মুফাসসিররাই এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন,

"ইয়াকুব আ. সন্তানদের ব্যাপারে বদনজরের আশংকা করেছিলেন, যে উনার সন্তানদের দেখে লোকদের বদনজর লাগতে পারে.. (হয়তোবা তাঁরা স্বাস্থ্যবান বা সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলো) এজন্য সন্তানদের শহরে প্রবেশের সময় আলাদা আলাদাভাবে প্রবেশ করতে বলেছেন। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করে দিয়েছেন 'এসব (বদনজর) তো আসলে আল্লাহর তৈরি সিস্টেম, এখানে আমার কিছু করার নাই.. আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া!"

(বিস্তারিত জানতে তাফসীরে ইবনে কাসির অথবা বয়ানুল কোরআনে আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা দেখা যেতে পারে..)

.

২। "তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন "মা-শা-আল্লাহ, লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বললে না?" (সুরা কাহফ, আয়াত ৩৯)

.

এই আয়াতকে আলেমরা একথার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন যে, কোনো কিছু দেখে মুগ্ধ হলে সাথেসাথে মাশা-আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ অথবা আলহামদুলিল্লাহ্ এসব বলতে হয়। যদি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি নিজের বাগান দেখে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতো, আল্লাহকে স্মরণ করতো তাহলে ওর বাগান হয়তো নষ্ট হতো না।

এব্যাপারে বায়হাকী শরিফের হাদিস উল্লেখযোগ্য, আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন- "কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি কেউ বলে,

بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا اللَّهُ شَاءَ مَا

ِ (আল্লাহ যা চেয়েছে তেমন হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই) তাহলে কোনো (বদনজর ইত্যাদি) বস্তু সেটার ক্ষতি করতে পারবে না।"

.

তবে আলোচ্য আয়াত থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, নিজের নজর নিজেকেই লাগতে পারে, নিজের সম্পদে বা নিজ সন্তানদেরও লাগতে পারে। (বিস্তারিত জানতে দুররে মানসুর অথবা ইবনে কাসির দেখা যেতে পারে)

.

৩। "..কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা (এমন ভাবে তাকায় যে মনে হয়) তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে

আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ ও তো একজন পাগল!!" (সুরা কলাম, আয়াত ৫১)
.
এ আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসসিররা বলেন, এক লোক বদজরের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলো, (মানে আমাদের ভাষায় লোকটার নজর খারাপ ছিলো) তো মক্কার কাফিররা ওই লোকটাকে কোত্থেকে নিয়ে এসেছিলো, রাসূল সা. যখন কোরআন পড়তে বসতেন, তখন ওই লোকটা চেষ্টা করতো নজর দিতে!! শেষে যখন কাজ হতো না, তখন বলতো ধুর! এতো পাগল (নাউযুবিল্লাহ) এজন্য এর কিছু হচ্ছেনা..!! (বিস্তারিত জানতে তাফসীরে মাযহারি বা মা'রিফুল কোরআনের পুর্ণাঙ্গ এডিশনটা দেখা যেতে পারে)
.
তো, এথেকে বুঝা যায় অনেক লোকের নজর খুব বেশি লাগে, আবার অনেকে এমন আছে যারা একটুতেই নজর আক্রান্ত হয়। ইনশাআল্লাহ এবিষয়ে সামনে হাদিস আসবে..।
আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সাধারণত নজর তো ইচ্ছাকৃত লাগেনা, কোনো কিছু দেখে খুব মুগ্ধ হলে, তখন যিকির না করলে লাগে। কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিকের কিছু রিচ্যুয়াল আছে, যা দ্বারা যাদুকর ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে নজর দিতে পারে। হতে পারে ওই লোকটা এরকম কিছু জানতো...
(আল্লাহই ভালো জানে..)
.
[ঘ]
সব মিলিয়ে আসা করছি বদনজর বিষয়ক বিশ্বাসে কারো কোনো অস্পষ্টতা নেই। এটা যদিও কোনো মৌলিক আকিদা না, যা ঈমানের সাথে সম্পর্ক রাখে। তবুও এরকম কোরআন হাদিস ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটা বিষয় অস্বীকার করলে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতো নিশ্চিত..।
.....
যাহোক.. আগামীতে আস্তে আস্তে আমরা এবিষয়ে আরো অনেক কিছু জানবো.. ইনশাআল্লাহ। আশা করি সাথেই থাকবেন... আর লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে কপিপেস্ট অথবা শেয়ার করতে পারেন। তবে ব্লগ বা ওয়েবসাইটে পাবলিশ করতে চাইলে অনুমতি নিয়ে করলে খুশি হবো...
ওয়াসসালাম...

বদনজর - ২

[ক]
গতপর্বে আমরা বদনজরের বাস্তবতার পক্ষে কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা করেছি, আজ প্রথমে আমরা বদনজরের কারণ সমূহ এবং সালাফে সালেহিনের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন জানবো। এরপর নজর লাগার লক্ষণ আলোচনা করবো।
.
ইবনে কাসির রহ. বলেন- বদনজর এর প্রতিক্রিয়া সত্য, যা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৪/৪১০)
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বদনজরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "বদনজর বলতে বুঝায়, কোন উত্তম বস্তুকে খারাপ কোনো লোক হিংসার নজরে দেখে, যার কারণে উক্ত বস্তুর ক্ষতিসাধন হয়!" (ফাতহুল বারি, ১০/২০০)
তবে ইবনে হাজার রহ. এর এই সংজ্ঞার সাথে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম একমত নন, অধিকাংশের মত হচ্ছে ভালো-

খারাপ সব লোকের নজরই লাগতে পারে। নফসে আম্মারা তো সবার ভেতরেই আছে তাইনা? কিছু সাহাবির ঘটনা সামনে আসবে, তখন আরো আলাপ হবে ইনশাআল্লাহ।

.

[খ]

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন- কিছু লোক অজ্ঞতার কারণে বদনজরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে। যুগে যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে যদিওবা নজর লাগার কারণ, পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। তবে কেউ একে অস্বীকার করেনি। যাদুল মা'আদ গ্রন্থে ইবনুল কায়্যিম রহ. এবিষয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যেখান থেকে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা যায়.. উনার মতে

- আল্লাহ মানুষের শরীরে এবং আত্মায় বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বদনজরের ব্যাপারটা মূলত আত্মিক। কোনো কিছুর প্রতি মুগ্ধতা অথবা হিংসা থেকে অন্তরের এটা সৃষ্টি হয়ে চোখের মাধ্যমে প্রভাব ফেলে। এখানে চোখের শক্তি নেই। এজন্য অন্ধ ব্যাক্তির বদনজরও লাগতে পারে!!!

- বদনজর কখনো যোগাযোগের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি দৃষ্টিপাতে, কখনো বদদোয়া বা তাবিজের মাধ্যমে, আবার কখনো ধ্যানের মাধ্যমেও হয়ে থাকে।

- কখনো মানুষের নিজের নজর নিজেকেই লাগে।

- নজর ইচ্ছাকৃত - অনিচ্ছাকৃত যেকোনোভাবে লাগতে পারে। (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩,১৬৪,১৬৫)

.

[গ]

জিনের বদনজর মানুষকে লাগতে পারে, উদাহরণ হিসেবে দুটি হাদিস খেয়াল করুন।

১. আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দু'আ করার সময় প্রথমে জিনের বদনজর থেকে পানাহ চাইতেন, তারপর মানুষের নজর থেকে পানাহ চাইতেন। পরে সুরা নাস ফালাক নাযিল হওয়ার পর এই দুটি দিয়ে দুয়া করতেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. উনার ঘরে এক বালিকাকে দেখলেন যার চেহারায় বদনজরের আলামত ছিলো। রাসূল সা. বললেন- এর জন্য রুকয়া (ঝাড়ফুঁক) করো, একে জিনের বদনজর লেগেছে। (বুখারি, মুসলিম)

.

[ঘ]

বদনজর কখনো রোগের কারণ হয়, আবার কখনো সরাসরি ক্ষতি করে।

নজর লেগে কারো জ্বর চলে আসতে পারে, ডাইরিয়া হতে পারে (নজর লেগে পেট খারাপ হওয়া খুবই কমন ব্যাপার, গতমাসেও আমার এক রিলেটিভের হয়েছিলো) আবার নজর কখনো হৃদরোগের কারণও হতে পারে। আরো অনেক রোগ হতে পারে। ফসল কিংবা গাছের ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি!

ছোটবেলায় কোনো উস্তাযের মুখে শুনেছিলাম, ইমাম বুখারি রহ. যদি জানতেন অমুক ব্যক্তির রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস আছে তাহলে নাকি তাঁর থেকে হাদিস রিওয়ায়েত করতেন না! কারণ তাঁর খাবারের দিকে মানুষের নজর পড়তে পারে, যা স্মৃতিশক্তি দূর্বল করে দিতে পারে... এজন্য হতে পারে হাদিস বর্ণনায় সে ভুল করবে!!
(আল্লাহই ভালো জানে..)

.

[ঙ]

মুম্বাইয়ের একজন অভিজ্ঞ আলেম মুফতি জুনাইদ সাহেব নজর লাগার অনেকগুলো আলামত বর্ণনা করেছিলেন। যেমনঃ
.
১। শরীরে জ্বর থাকা, কিন্তু থার্মোমিটারে না উঠা।
২। কোনো কারণ ছাড়াই কান্না আসা..
৩। প্রায়সময় কাজে মন না বসা, নামায যিকর ক্লাসে মন না বসা।
৪। প্রায়শই শরীর দুর্বল থাকা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব লাগা।
৫। চেহারা ধুসর/হলুদ হয়ে যাওয়া।
৬। বুক ধড়পড় করা, দমবন্ধ অস্বস্তি লাগা।
৭। অহেতুক মেজাজ বিগড়ে থাকা।
৮। আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের সাথে দেখা হলেই ভালো না লাগা।
৯। মেয়েদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চুল পড়া। শ্যাম্পুতে কাজ না করা।
১০। পেটে প্রচুর গ্যাস হওয়া।
১১। বিভিন্ন সব অসুখ লেগে থাকা যা দীর্ঘদিন চিকিৎসাতেও ভালো হয় না। (সর্দিকাশি, মাথাব্যথা ইত্যাদি)
১২। হাত-পায়ে মাঝেমধ্যেই ব্যাথা করা, পুরো শরীরে ব্যাথা দৌড়ে বেড়ানো।
১৩। ব্যবসায় ঝামেলা লেগে থাকা।
১৪। আপনি যে কাজে অভিজ্ঞ সেটা করতে গেলেই অসুস্থ হয়ে যাওয়া।
.
আরো কি কি যেন আছে, আমার ঠিক ইয়াদ নাই। তো যাইহোক, উল্লেখিত বিষয়গুলো এমন না যে শুধু বদনজরের কারণেই এসব হয়, অন্য কারণেও হতে পারে। তবে এরমাঝে কয়েকটা থাকলে আপনি ধরে নিতে পারেন, আপনার কিছু না কিছু সমস্যা আছে। যদি অনেকগুলো থাকে তাহলে অনেক....
নজর থেকে বাঁচার পন্থাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। আসলে বদনজর, জিন, যাদু এই বিষয়গুলোতে আক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি প্রতিরোধ করা যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়।
পরের পর্বে ইনশাআল্লাহ এবিষয়ে আলোচনা হবে..
.
[চ]
শেষে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বলি..
আশার কথা হচ্ছে, যেকোনো ভালো কিছু কেউ দেখলেই বদনজর লাগবে.. এই আতংকে ভুগার দরকার নেই। এরকম হলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত বহুত আগেই!
বাস্তবতা হচ্ছে, নজর লাগে সাধারণত ইউনিক জিনিশে। সবারই বাম্পার ফলন হয়েছে, এই অবস্থায় কোনো নজর লাগেনা সাধারণত। কিন্তু গোটা পাড়ায় সবার অবস্থা করুণ, আপনার জমিতে অনেক ভালো ফসল হয়েছে। এখানে হিংসুকের নজর লাগার সম্ভাবনা আছে।
---
inshaaAllah to be continued.....

বদনজর - ৩

[ক]

গত পর্বে আমরা বদনজর বিষয়ে সালাফের মতামত এবং বদনজর লাগার কিছু লক্ষণ জেনেছি। আজ বদনজর থেকে বাঁচার উপায় এবং এসম্পর্কিত কিছু সত্য ঘটনা জানবো।

.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিজের প্রয়োজন পূরণ হওয়া পর্যন্ত সেটা গোপন রাখার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করো! কেননা, প্রতিটা নিয়ামত লাভকারীর সাথেই হিংসুক থাকে!” (তাবারানী)

এটা নজর এবং হিংসা থেকে বাচার একটা টিপস। নিয়ামত গোপন রাখার মানে হচ্ছে অন্য কারো সামনে অহেতুক নিজের, নিজের সম্পদের, প্রশংসা না করা, সন্তানের প্রশংসা না করা, মেয়েরা নিজ স্বামীর প্রশংসা অন্যদের সামনে না করা, ছেলেরা নিজ স্ত্রীর প্রশংসা অন্যদের সামনে না করা। নিজের প্রজেক্টের প্রপার্টির ব্যাবসার গোপন আলোচনা অন্যদের সামনে প্রকাশ না করা। অনেকে অহেতুক অন্যদের সামনে গল্প করেন, অমুক প্রজেক্টে এতো লাভ হলো, অমুক চালানে এতো টাকার বিক্রি হলো।

মোটকথা: অহেতুক অন্যের সামনে নিজের কোনো নিয়ামতের আলোচনা না করাই উত্তম। প্রসঙ্গক্রমে করলেও কথার মাঝে যিকর করা। যেমনঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্, এবছর ব্যাবসায় কোনো লস যায়নি।' "আল্লাহর রহমতে আমার ছেলে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে!" "মা-শা-আল্লাহ ভাবি! আপনি তো কাপড়ে অনেক ভালো ফুল তুলতে পারেন!!" ইত্যাদি ইত্যাদি...

.

শুধু খারাপ মানুষের নজর লাগে এমন কিন্তু না। ভালো মানুষের নজরও লাগতে পারে। বদনজর লাগার আসল কারণ হচ্ছে, আমরা যখন কোনো বস্তুর বা ব্যাক্তির প্রশংসা করি তখন এর মাঝে আল্লাহকে স্মরণ করি না। মা-শা-আল্লাহ, বারাকাল্লাহ বলি না। কোন কিছু দেখলে আমরা ওয়াও, অসাম! বাপরে! কি দেখাইলো মাইরি! হেব্বি হইছে! এক্কেরে ফাডালাইছে.. এসব বলি। অথচ আমাদের উচিত ছিলো মা-শা-আল্লাহ, বারাকাল্লাহ, বলা।

সূরা কাহাফে এক ঘটনায় আল্লাহ্ বলেন: “যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন 'মা-শা-আল্লাহ; লা-কুও্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' (সব আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই) কেন বললে না?” (১৮:৩৯)

.

এখন অন্য কেউ যদি আপনার কিছুর প্রশংসা করে, তাহলে উনি যিকর না করলে আপনার উচিত হবে যিকর করা। উদাহরণ স্বরুপ কেউ বললো- ভাবি আপনার ছেলেটা তো অনেক কিউট! আপনি বলুন- আলহামদুলিল্লাহ্... মনে মনে বলুন- আল্লাহর কাছে বদনজর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি অন্যের প্রশংসা করতে গিয়ে কথার মাঝে যিকর করুক। "মাশা-আল্লাহ! আপনার রান্না অনেক সুন্দর।"

আর অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করুন, ইনশাআল্লাহ হিংসা দূর হয়ে যাবে।

.

সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা বদনজর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, কেননা বদনজর সত্য!”

.

[খ]

নজর থেকে বাচার একটা দুয়া, রাসুল সা. এটা পড়ে হাসান এবং হুসাইন রা.কে ফুঁ দিয়ে দিতেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই

একই দু'আ আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম আ.-ও ইসমাইল আ. এবং ইসহাক আ. এর জন্য পড়তেন। দুয়াটি হচ্ছে-

.

لَامَّةٍ عَيْنٍ كُلِّ وَمِنْ وَهَامَّةٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِنْ التَّامَّةِ اللهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوذُ

.

(পিকচার বানিয়ে কমেন্টে দিলাম)

এই হাদিসটি আছে- বুখারি, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, মুসতাদরাকে হাকেম, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে..

.

এই দু'আ সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকবার পড়ে বাচ্চাদের ফুঁ দিয়ে দিবেন, নিজের জন্যও পড়বেন। ইনশাআল্লাহ তাবিজ-কবচ টোটকা ইত্যাদির কোনো দরকার হবেনা। আল্লাহই হিফাজত করবে।

.

[গ]

বদনজর বিষয়ে অনেকগুলো ঘটনা আগেরবার (প্রথম সিরিজে) বলা হয়েছে, সেসব আর উল্লেখ না করি.. আমি আগের পোস্টগুলোর লিংক কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি। তবে সাহল ইবনে হুনাইফ রা. এর ঘটনা; যা মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাযাহ এবং নাসাঈ শরিফে আছে! সেটা এটা এখানে না বললেই নয়..

.

"সাহল ইবনে হুনাইফ রাযি. কোথাও গোসলের জন্য জামা খুলেছিলেন। উনি বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। বদরী সাহাবী আমির ইবনে রবী'আ রাযি. তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, এতো সুন্দর মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। এমনকি এত সুন্দর কোন যুবতীকেও দেখিনি। আমির রাযি. কথাটা বলার পরপরই সাহাল রাযি. সেখানে বেহুশ হয় পড়ে গেলেন। তাঁর গায়ে জ্বর চলে আসলো। মারাত্মক জ্বরে ছটফট করতে লাগলেন হযরত সাহাল রাযি.।

অন্য সাহাবিরা রাসূল সা. কে জানালেন, সংবাদ পেয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থা দেখতে আসলেন। সাহল রাযি. কে হঠাৎ করে এমনটা হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনাটা খুলে বললেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: "তোমরা কেন তোমাদের ভাইকে নজর দিয়ে হত্যা করছো?" আমির ইবনে রবী'আকে ডেকে বললেন: "তুমি যখন তাকে দেখলে, তখন আরো বরকতের দু'আ কেন করলেনা? বারাকাল্লাহ কেন বললে না?" (অর্থাৎ দুয়া করলে নজর লাগতো না)

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমির রাযি. কে বললেন: অজু কর! আমির রাযি. অজু করলেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নির্দেশে অযুর পানি সাহল এর গায়ে ঢেলে দিলেন। আল্লাহর রহমতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।"

এটা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা, যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, ভালো মানুষের নজরও লাগতে পারেরে, এখানে আমির ইবনে রবিয়া রা. তো বদরি সাহাবি, বদরী সাহাবিদের আগের পরের সব গুনাহ মাফ!! এরকম মানুষের নজর লেগেছে, সেখানে অন্যরা কোন ছার..

.

[ঘ]

আরেকটা হাদিস.. উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা. কোনো সাহাবির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে রাসুল সা.কে ওদের হালহাকিকত শোনালেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওই সাহাবির সন্তানরা প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে থাকে.. রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আসলে বদনজর তাদের দিকে খুব দ্রুত কাজ করে!"

আসমা রা. এর ব্যাপারেও এরকম ঘটনা পাওয়া যায়.. (হাদিসগুলো মুসলিম শরিফে আছে)

....
আমার বাড়ির একটা গল্প বলি, এবার ছুটিতে গিয়ে আম্মুকে আমার বদনজর নিয়ে লেখা আগের প্রবন্ধগুলো দেখালাম। সেখানে "বদনজর মানুষকে কবর পর্যন্ত আর উটকে রান্নার পাতিল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়!" হাদিসটা দেখিয়ে আমি হাসতে হাসতে বললাম 'হাদিসটা মজাদার না'?!!
আম্মু দেখি মন খারাপ করে বলছে- কয়েকদিন আগে আমার একটা মুরগী মরে গেছে..
জিগাইলাম কিভাবে?
আম্মু বলছে- "সন্ধ্যায় সব মুরগিকে খাওয়ার দিয়ে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন ওই মুরগিটার দিকে তাকায়া বললাম ইশ! এরকম আর একটা মুরগিও হলোনা.. একটা মুরগিও এরকম বড়সড় না, আর এর মতো একটাও ডিম দেয় না... তারপর সব মুরগি কুটিরে উঠেছে, ওই বড়সড় মুরগিটাও উঠেছে। পরদিন সকালে দেখি ওই মুরগিটা আর বের হয়না! পরে কুটিরের ভিতরে তাকায়া দেখি মুরগিটা এক কোণায় মরে পড়ে আছে... একদম ভালো মুরগি, কোনো অসুখ ছিল না, আমার ওই কথাগুলা বলার সময় কি নজর লাগছিল?"
- আমি বললাম.. "হ্যা...."
.....
আগের সিরিজের ঘটনাগুলোর লিংক কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি, চাইলে পড়ে নিতে পারেন..
.

চলবে ইনশাআল্লাহ.....

বদনজর - ৪ (শেষ)

[ক]
গত তিন পর্বে আশা করছি বদনজর বিষয়ে আপনাদের কোনো অস্পষ্টতা নেই। এরপরেও যদি থাকে তাহলে কমেন্টে সুওয়াল করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ উত্তর দেয়া হবে।
.
এপর্বের শুরুতে রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক বিষয়ে ইসলামের বিধানটা ক্লিয়ার করি, এরপর বদনজর আক্রান্তের অনেকগুলো চিকিৎসা বলা হবে। জ্বিন বা যাদুর মত নজরের চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ঝামেলা নাই, এটা বেশ সহজ, অতএব আল্লাহর নামে পড়তে থাকুন...
.
[খ]
আচ্ছা রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে উলামাদের মতামতের সারকথা হচ্ছে- যদি ঝাড়ফুঁকে শিরকি কিছু না থাকে তাহলে সেটা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে সতর্কতাবশত কোরআন এর আয়াত অথবা দু'আয়ে মাসুর (যা হাদিস বা আসারে সাহাবায় আছে) এসব দ্বারা করা উত্তম।
.
দলিল হিসেবে একটি হাদিস উল্লেখ করি, হাদিসটি মুসলিম শরিফের।
"...আওফ ইবনু মালিক আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তাই আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার কাছে পেশ করতে থাকবে, যদি তাতে শিরক না থাকে

তাহলে কোনো সমস্যা নেই।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ইফাঃ ৫৫৪৪, ইসলাম ওয়েব ২২০০)

.

এটা হলো ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের বিধান, যে রাসুল সা. জাহেলি যুগের মন্ত্র দিয়েও ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন যদি তাতে শিরক না থাকে। উপরন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় তথা বদনজর এর জন্য ঝাড়ফুঁক করার ব্যাপারে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী সহ প্রায় হাদীসের কিতাবেই একাধিক হাদিস আছে। অনেক কিতাবে যেমন সহীহ মুসলিমে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়-ই আছে বদনজরের জন্য রুকয়া করা নিয়ে। আমরা শুধু একটা হাদিস দেখে নেই- "আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বদ নযর এর জন্য রুকইয়াহ (ঝাড়-ফুঁক) করার হুকুম করতেন।" (সহীহ মুসলিম, ৫৫৩২, ৩৩, ৩৪)

.

[গ]

এবার বদনজরে চিকিৎসা জেনে নিন..

প্রথম পদ্ধতিঃ যদি জানা যায় কার নজর লেগেছে তাহলে আমির ইবনে রাবি'আ এবং সাহল ইবনে হুনাইফ রা. এর হাদিস এর ব্যাপারটা অনুসরণ করলেই হবে।

অর্থাৎ যার নজর লেগেছে তাকে অযু করতে বলবে, অযুর পানিগুলো একটা পাত্রে জমা করবে এরপর আক্রান্ত ব্যাক্তির গায়ে(মাথায় ও পিঠে) ঢেলে দিবে।

.

সুওয়ালঃ কুলি করার পানিও কি জমা করবে?

উত্তরঃ হ্যা, কুলির পানিও জমা করবে। মুসনাদে আহমাদ এর বিস্তারিত হাদিসে কুলি করা পানি নেয়ার কথা এসেছে। সমস্যা নেই! এরপর চাইলে অন্য ভালো পানি দিয়ে গোসল করাবে।

.

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ রোগীর মাথায় হাত রেখে এই দুয়া গুলো পড়বে, পড়া শেষে রোগীর গায়ে ফুঁ দিবে.. এরকম কয়েকবার করবে।

১।

أَرْقِيكَ اللَّهِ بِاسْمِ يَشْفِيكَ اللَّهُ حَاسِدٍ عَيْنِ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ يُؤْذِيكَ شَىْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيكَ اللَّهِ بِاسْمِ

২।

عَيْنٍ ذِي كُلِّ وَشَرِّ حَسَدَ إِذَا حَاسِدٍ شَرِّ وَمِنْ يَشْفِيكَ دَاءٍ كُلِّ وَمِنْ يُبْرِيكَ اللَّهِ بِاسْمِ

৩।

سَقَمًا يُغَادِرُ لاَ شِفَاءً شِفَاؤُكَ، إِلاَّ شِفَاءَ لاَ الشَّافِي، وَأَنْتَ اشْفِهِ الْبَاسَ، أَذْهِبِ النَّاسِ رَبَّ اللَّهُمَّ

.

প্রথম দুটি দু'আ মুসলিম শরিফের দুই হাদিস থেকে নেয়া, রাসূল সা. অসুস্থ হলে জিবরীল আ. এসব দুয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। তৃতীয় দু'আটি বুখারি মুসলিম উভয়টাতে আছে, দুয়ার শব্দগুলো বুখারি থেকে নেয়া। রাসূল সা. এটা পড়ে অসুস্থদের ফুঁ দিতেন। রাসুল সা. অসুস্থ হলে আয়েশা রা. এটা পড়েছেন।

.

তৃতীয় পদ্ধতিঃ ব্যাথা থাকলে সেই যায়গায় হাত রেখে, অথবা মাথায় হাত রেখে ৩বার করে সুরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস পড়বেন এরপর সেখানে ফুঁ দিবেন। সমস্যা বেশি হলে এভাবে রুকয়া করা শেষে, এই সুরাগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে গোসল করবেন। সমস্যা ভালো হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন করা উচিত। ব্যাথা থাকলে এসব সুরা পড়ে তেলে

ফুঁ দিয়ে প্রতিদিন মালিশ করতে পারেন।

.

চতুর্থ পদ্ধতিঃ যদি কোনো গাছ, গৃহপালিত পশু, দোকান অথবা বাড়িতে নজর লাগে তাহলে উপরের সুরা এবং তার ওপরের দু'আগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিবেন, এরপর ওই পানিটা (গাছে/ঘরে/পশুর গায়ে) ছিটিয়ে দিবেন।

.

[ঘ]

পঞ্চম পদ্ধতিঃ যদি না জানা যায় আপনাকে কার নজর লেগেছে, অথবা অনেক দিনের সমস্যা হয়, কিংবা যদি অনেকজনের নজর লাগে, তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আমার পরিচিতদের সমস্যা হলে আমি এভাবে রুকইয়া করতে সাজেস্ট করি।

.

নিয়ম হচ্ছে-

রুকইয়া শারইয়্যার আয়াতগুলো প্রতিদিন তিলাওয়াত করবেন অথবা শুনবেন, সরাসরি শোনা সম্ভব না হলে অডিও রেকর্ড শুনবেন। আর রুকইয়ার গোসল করবেন।

রুকইয়াহ ডাউনলোড পেজের লিংক-

http://bit.ly/ruqyahdownload

সেখান থেকে প্রথমটি অর্থাৎ "বদনজর (Evil Eye)" এরটা শুনতে পারেন। এটাই রিকোমেনডেড। এছাড়া ৬নং অর্থাৎ সা'দ আল গামিদীর ৩৪মিনিটের রুকয়াটাও শুনতে পারেন।

যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনি ফিজিক্যালি এর প্রভাব টের পাবেন। যেমনঃ প্রচণ্ড ঘুম আসবে, মাথাব্যথা করতে পারে, হাত-পা কামড়াতে পারে, শরীর ঘামতে পারে, বেশি বেশি প্রসাব হতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি... তবে এরপরেও শুনতে থাকবেন, ঘুম আসলে ঘুমানো যাবেনা। আর সমস্যা সমাধান হলেই ভালো ফিল করতে লাগবেন.. ইনশাআল্লাহ! দুশ্চিন্তার কারণ নাই...

.

আর আপনি কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে শোনার পরেও যদি কোনোই ইফেক্ট না বুঝতে পারেন, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্ আপনার কোনো সমস্যা নাই। আপনার যদি প্রবলেম থাকে তাহলে রুকইয়াহ শুনলে অবশ্যই প্রভাব টের পাবেন।

.

রুকইয়ার গোসলের পদ্ধতি হচ্ছে-

"একটা বালতিতে পানি নিবেন, তারপর ওই পানিতে দুইহাত ডুবিয়ে নিচের জিনিশগুলো পড়বেন (যদি টয়লেট আর গোসলখানা একসাথে হয় তখন এসব অবশ্যই বাহিরে এনে পড়তে হবে) -

"দরুদ শরিফ ৭বার, ফাতিহা ৭বার, আয়াতুল কুরসি ৭বার, চারকুল (কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক্ব, নাস) প্রত্যেকটা ৭বার, শেষে আবার দরুদ শরিফ ৭বার"

পড়ার পর হাত উঠাবেন, এবং পানি দিয়ে গোসল করবেন। (এগুলা পড়ে পানিতে ফু দিবেন না.. এমনিই গোসল করবেন) প্রথমে এই পানি দিয়ে গোসল করলেন পরে অন্য পানি দিয়ে ভালোমতো করলেন, সমস্যা নাই। যার সমস্যা সে যদি পড়তে না পারে, তাহলে অন্য কেউ এসব পড়ে পানিতে ফু দিয়ে দিবে।

ভালো হয়, যদি প্রথমে রুকইয়াহ শুনে এরপর গোসল করতে যান।

.

সমস্যা বেশি হলে এরকম ২১দিন করতে পারেন। সমস্যা কম হলে কখনো একদিনেও ভালো হয়ে যায়। তবে ভালো

হওয়ার পরেও ২-৩দিন করা উচিত।

.

[ঙ]

বদনজর থেকে বাঁচার জন্য কি করবো?

১। সব কথার আল্লাহর মাঝে আল্লাহর জিকির করবে, উদাহরণ আগের পর্বে দেয়া হয়েছে।

২। হাদিসে বর্ণিত সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো পড়বে, বিশেষতঃ "বিসমিল্লাহিল্লাযি...." এটা আর তিন ক্বুল তিনবার।

৩। মেয়ে হলে অবশ্যই পর্দার অভ্যাস করবে।

৪। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উচিত হলো, মাঝেমধ্যেই সুরা ফালাক নাস পড়ে বাচ্চাদেরকে ফুঁ দিবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা করেছেন।

৫। শেষে দুটি কথা বলি..

১। আশার কথা হচ্ছে, কোনো ভালো কিছু কেউ দেখলেই বদনজর লাগবে.. এই আতংকে ভুগার দরকার নেই। তাহলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত বহুত আগেই। বাস্তবতা হচ্ছে, নজর লাগে সাধারণত ইউনিক জিনিশে। সবারই বাম্পার ফলন হয়েছে, এই অবস্থায় নজর লাগবেনা সাধারণত। গোটা পাড়ায় সবার অবস্থা করুণ, আপনার জমিতে অনেক ভালো ফসল হয়েছে। এখানে সম্ভাবনা আছে নজর লাগার।

২। এই দু'আ সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকবার পড়ে বাচ্চাদের ফুঁ দিয়ে দিবেন, নিজের জন্যও পড়বেন (পিকচার বানিয়ে কমেন্টে দিলাম) -

.

لَامَّةٍ عَيْنٍ كُلِّ وَمِنْ وَهَامَّةٍ شَيْطَانٍ كُلِّ مِنْ التَّامَّةِ اللهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوذُ

.....

আল্লাহ আমাদেরকে সকলপ্রকার অনিষ্ঠ থেকে হিফাজত করুক..

.

আল্লাহর রহমতে বদনজর সিরিজ সমাপ্ত

অধ্যায়-২: জ্বিনের আসর বিষয়ক

জ্বিনের স্পর্শ... (১)

বিসমিল্লাহ্!

[ক]

যাদু, জ্বিন ও বদনজর সিরিজের দ্বিতীয় অধ্যায় আজ শুরু হচ্ছে। সিরিজের নাম শুধু "জ্বিন" দিলাম না এজন্য.. কারণ এটা ব্যাপক অর্থবোধক, জ্বিন সিরিজ বললে এর মাঝে জ্বিন জাতির ইতিহাস, প্রকার, গোত্র, জীবনাচার অনেক কিছু আলোচনা আবশ্যক হয়ে পড়ে, অথচ এতে আমরা শুধু খারাপ জ্বিনদের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচার ইসলাম সম্মত নিয়ে আলোচনা করবো। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোক..

.

[খ]

আজ আমরা 'জ্বিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে কিনা' এবিষয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বিদা জানবো।

এপ্রসঙ্গে সহীহ আকিদার সারকথা হচ্ছে- "জ্বিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে, বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে পারে, অসুস্থ করে দিতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ পাগলও বানিয়ে দিতে পারে!"
চলুন হাদিস থেকে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেখে নেই..
.
প্রথম হাদিসটি আবু ইয়া'লা ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. এর সাথে এক সফরের ঘটনা, যাতে সাহাবায়ে কিরাম রা. অনেকগুলো আশ্চর্য বিষয় দেখেছিলেন। তাঁর মাঝে একটি হচ্ছে..
"....আমরা পথিমধ্যে এক মহিলাকে দেখতে পেলাম, তার সাথে একটা শিশু ছিলো। মহিলা রাসূল সা. এর কাছে এসে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ছেলেটা খুব বিপদে আছে, আমরাও একে নিয়ে বিপদে আছি! দৈনিক কয়েকবার একে জ্বিনে ধরে..!!
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাচ্চাটাকে এদিকে নিয়ে আসো.. এরপর রাসুল সা. বাচ্চাটার মুখ হা করে ধরে, "উখরুজ আদুওয়াল্লাহ, আনা রাসুলুল্লাহ!" (হে আল্লাহর দুষমন বের হ! আমি আল্লাহর রাসুল) বলে ওর মুখে ফু দিলেন, এরকম তিনবার করলেন। এরপর মহিলাকে বললেন, আচ্ছা একে নিয়ে যাও, ফেরার পথে যখন আমরা এদিক দিয়ে যাবো, তখন আরেকবার দেখা করো..
অতঃপর আমরা সফর থেকে ফেরার সময় ওই মহিলাকে আবার পেলাম, রাসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন- তোমার ছেলের কী অবস্থা? মহিলা বললো, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার শপথ! সেদিনের পর থেকে আমার ছেলে খুব ভালো আছে, কোনো সমস্যা হয়নি। মহিলার সাথে তিনটা ভেড়া ছিল, সেগুলো রাসুল সা.কে দিতে চাইলো। রাসুল সা. কোনো সাহাবাকে বললেন, একটা নাও.. বাকিগুলো ফিরিয়ে দাও...
.
এই হাদিসটা সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে আর বিশুদ্ধ দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ রহ. এছাড়াও শব্দের সামান্য কম বেশিসহ এই হাদিসটা অনেক প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাবে এসেছে, যেমন- মুসতাদরাকে হাকেম তাবারানী, দারিমী, আবু দাউদ
.
[গ]
এছাড়া রাসুল সা. এর জামানার বেশ কয়েকটি জ্বিন ছাড়ানোর ঘটনা আছে, আমরা তার মাঝে এক দুইটা খেয়াল করি..
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর বর্ণনা করেন, গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা অভিযানে আমরা রাসূল সা. এর সাথে ছিলাম, এক মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ শয়তান এর ওপর ভর করেছে। রাসুল সা. বাচ্চাটাকে একদম কাছে নিয়ে আসলেন, এরপর "উখরুজ আদুওয়াল্লাহ, আনা রাসুলুল্লাহ!" বলে ছেলেটার মুখে ফু দিলেন তিনবার, তারপর বললেন, যাও এর আর কোনো সমস্যা নাই। (মুজামুল আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)
.
এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা আছে, ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত একটা ঘটনা এরকম, এক মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে এসে বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ সকাল বিকেলে একে পাগলামী ধরে, আমাদের জীবন অঅতিষ্ঠ করে ফেলছে। রাসুল সা. বুকে হাত বুলালেন (আরেক ঘটনায় আছে বাচ্চাটার পিঠে তিনটা থাপ্পড় দিলেন) আর বললেন "উখরুজ আদুওয়াল্লাহ, আনা রাসুলুল্লাহ!" পরে ছেলেটা বমি করলো, বমির সাথে কুকুরের বাচ্চার মত কিছু একটা বের হয়ে দৌড় দিলো। (সেটা জিন ছিলো আরকি..)
এই দুটি ঘটনা মুসনাদে আহমাদ, দারিমী, তাবারানী, দালায়েলুন নাবুওয়াহ এসব হাদিসগ্রন্থে পাওয়া যাবে।
.
[ঘ]
কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে আলাপ শেষ করা যাক।

উলামায়ে কিরাম জ্বিন আসর করার অকাট্য দলিল হিসেবে الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ এই আয়াতকে পেশ করে থাকেন..
অর্থঃ "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে এমনভাবে দন্ডায়মান হবে, যেন শয়তান আসর করে পাগল করে দিয়েছে।" (সুরা বাক্বারা, আয়াত ২৭৫)
.
এই আয়াত থেকে অন্তত দুইটি বিষয় বুঝা যায়। এক. খারাপ জিন মানুষকে আসর করতে পারে.. দুই. জিনের আসরের কারনে মানুষ অসুস্থ এমনকি পাগল হয়ে যেতে পারে।
.
রাসুলের জামানার একটা ঘটনা (আবু দাউদ শরিফে) আছে, একজন জিনের আসরে পাগল হয়ে গিয়েছিলো, ভালো হচ্ছিলো না। তাকে শেকল দিয়ে বেধে রাখা হতো। একজন সাহাবী সুরা ফাতিহা পড়ে কয়েকদিন রুকইয়া করলে সে সুস্থ হয়ে যায়, পরে ওই সাহাবী রাসুল সা. এর কাছে এসে ঘটনা শোনায়। তখন কোরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার কারণে রাসুল সা. সাহাবীর প্রশংসা করেন।
.
.
.....
ইনশাআল্লাহ চলবে...

জ্বিনের স্পর্শ (২)

[ক]
সালাফে সালেহিনদের থেকে জ্বিনের চিকিৎসা বিষয়ক অনেক ওয়াকিয়া বর্ণিত আছে।
যেমন: একজন মৃগীরুগীকে আক্রান্ত অবস্থায় দেখে ইবনে মাসউদ রা. তার কানের কাছে গিয়ে افحسبتم انما خلقناكم عبثا আয়াতটা থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত পড়েন, আর সে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যায়। তখন রাসুল সা. ইবনে মাসউদ রা.কে ডেকে বললেন- তুমি ওর কানের কাছে গিয়ে পড়লে? ইবনে মাসউদ রা. আয়াতটি বললেন। তখন রাসুল সা. বললেন, কোনো যোগ্য ব্যাক্তি যদি পাহাড়ের ওপরে এটা (সুরা মুমিনুনের এই আয়াত/আয়াতগুলো) পড়ে, তাহলে পাহাড়ও সরে যাবে! (তিরমিযী, হাকেম। এই হাদিসের সনদে একজন যয়ীফ রাবী আছে ইবনে লাহি'আ, অন্যরা সিকাহ)
.
ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অনেকগুলো ঘটনা আছে, যেখানে উনি افحسبتم انما আয়াতটি পড়ে জ্বিন তাড়িয়েছেন। একবার এক ঘাড়ত্যাড়া জ্বিনকে উনি এই আয়াত পড়ছেন আর পিটাইছেন!! এই ঘটনা সামনে আসছে।
.
[খ]
ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর আল-হাওয়াতিফ গ্রন্থ থেকে খুব সংক্ষেপে দুটি ঘটনা বলি..
এক শিয়া হজ্ব করতে গিয়েছিলো, সে যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে যাচ্ছিলো তখনই মৃগীরোগে আক্রান্ত হচ্ছিলো। (উলামাদের মতে, মৃগীরোগ জ্বিনের আসরের কারনে হয়) হুসাইন বিন আব্দুর রহমান রহ. মিনায় ওই লোকটাকে পেয়ে জ্বিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি যদি ইহুদি হও তবে মুসা আ. এর দোহাই, যদি খৃষ্টান হও তবে ঈসা আ. এর দোহাই, আর মুসলমান হলে তোমাকে মুহাম্মাদ সা. এর দোহাই দিয়ে বলছি তুমি চলে যাও।"
তখন জ্বিন কথা বলে উঠলো, "আমি ইহুদিও না, খ্রিষ্টানও না.. বরং মুসলমান! আমি এই হতভাগাকে দেখেছি সে আবু বাকর রা. এবং ওমর রা.-কে গালিগালাজ করে। এজন্য আমি তাকে হজ্ব করতে দেইনি।"

.
আরেকটি ঘটনা আছে, এক মুতাযিলাকে জ্বিন ধরেছিলো। সবাই ভিড় করে দেখছিলো, সাঈদ ইবনে ইয়াইয়া রহ. তার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি এর ওপর কেন আক্রমণ করেছ? আল্লাহ কি তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে? না তুমিই বাড়াবাড়ি করছো?"
তখন লোকটার মুখ দিয়ে জ্বিন বলে উঠলো, "আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি একে খতম করে ফেলবো। সে বলছে কোরআন মাখলুক..!" (এটা মুতাযিলা ফিরকার একটা আকিদা)
.
[খ]
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.এর সময়ে বাদশাহর মেয়েকে জ্বিন ধরেছিলো। তখন ইমাম আহমাদের কাছে এক মন্ত্রী এসে ঘটনা জানালো।
ইমাম আহমাদ রহ. একটি জুতা বের করে অযু করলেন, এরপর বললেন- জ্বিনকে গিয়ে বলো "তুমি কি এই মেয়েকে ছেড়ে যাবে? নাকি ইমাম আহমাদের হাতে জুতার বাড়ি খাবে?"
মন্ত্রী গিয়ে কথাগুলো জ্বিনকে বললো, জ্বিন বললো: "আমি চলে যাবো.. ইমাম আহমাদ যদি বাগদাদ থেকে চলে যেতে বলেন তাও চলে যাবো! ইমাম আহমাদ আল্লাহর অনুগত বান্দা। যে আল্লাহর অনুগত হয়, সব সৃষ্টি তার অনুগত হয়ে যায়।" এরপর জ্বিন চলে গেলো। কিন্তু....
ইমাম আহমাদ রহ. এর ইন্তিকালের পর আবার এসে ভর করলো, এবার বাদশাহ একজনকে ইমাম আহমাদ রহ. এর ছাত্র আবু বাকর মারুযী রহ. এর কাছে পাঠালো, উনি একটা জুতা নিয়ে মেয়েটার কাছে আসলো.. জ্বিনটা বললো, এবার আর আমি যাচ্ছিনা! ইমাম আহমাদ আল্লাহর আনুগত্য করতো, তাই তার কথা শুনে চলে গেছিলাম, তোমাদের কথা তো আমি শুনবো না..!!
.
[গ]
ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি ঘটনা, উনি এক মেয়ে রুগির ওপর সুরা মুমিনুনের ওই (১১৫নং) আয়াতটা পড়েন, তখন জ্বিন কথা বলে ওঠে।
ইবনে তাইমিয়া রহ.- তুমি ওকে ধরছো কেন?
জ্বিন-- আমি ওকে পছন্দ করি..
- সেতো তোমাকে পছন্দ করে না!
-- আমি ওকে নিয়ে হজ্বে যাবো..
- সেতো তোমার সাথে হজ্বে যেতে চায় না!
জ্বিনটা ঘাড়ত্যাড়া ছিলো, ইবনে তাইমিয়া রহ. আচ্ছাতাকে পিটানি দিলেন,
তখন জ্বিন বললো- আপনি বলছেন তো? আপনার কথা মেনে আমি চলে যাচ্ছি!
ইবনে তাইমিয়া রহ. বললেন- থাম থাম! আমার কথা না বরং আল্লাহর এবং রাসুলের কথা (মুমিনকে কষ্ট দেয়া হারাম) মেনে চলে যা!
এবার জ্বিন চলে গেল, আর কখনো আসেনি..
.
[ঘ]
আজ সবশেষে জেনে নিন মানুষকে কেন জ্বিন ধরে বা অন্যান্য ক্ষতি করে?
এর বেশ কয়েকটি কারণ আছে, যেমন:
১. যদি কোনোভাবে কোনো জ্বিনকে কষ্ট দেয়া হয়, আঘাত করা হয়

২. যদি কোনো জিনের ওপর গরম পানি ফেলা হয়
৩. অথবা কোনো জিনের গায়ে প্রসাব করা হয়
৪. অথবা বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই অহেতুক কষ্ট দেয়ার জন্য আসর করতে পারে, যেমন অনেক মানুষ অহেতুক জিনদের কষ্ট দেয়
৫. কোনো জিন হয়তো কাউকে পছন্দ করে, এজন্য আসর করতে পারে
৬. আগের কোনো শত্রুতার জেরে আসর করতে পারে, বা ক্ষতি করতে পারে
৭. যদি তাদের কাউকে ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে মেরে ফেলা হয়, এজন্য বদলা নিতে ক্ষতি করতে পারে।
...
এখানে জেনে রাখা উচিত, মানুষকে বিনাদোষে কষ্ট দেয়া যেমন হারাম তেমন জিনদের কষ্ট দেয়াও হারাম। ইচ্ছাকৃতভাবে বিনাদোষে জিনকে হত্যা করলেও কিসাস লাযিম হয়। তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করলে বা হত্যা করলে কিসাস (বদলা) নেয়া বৈধ হবে না।
.
এক্ষেত্রে রাসুল সা. একটা সহজ উসুল (মূলনীতি) বর্ণনা করেছেন, কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন যেমনঃ সাপ দেখলে তিনবার বলতে হবে, "তুমি জ্বিন হলে এখান থেকে চলে যাও।" এরপর মারলে কিসাস নেয়া যাবেনা।
একজন মুহাদ্দিসের ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, যিনি একটা সাপকে হত্যা করেছিলেন, সেটি আসলে জ্বিন ছিলো। তখন জ্বিনেরা উনাকে জ্বিনদের আদালতে নিয়ে যায়। উনি হাদিসটি শুনিয়ে বলেন, আমি তো তিনবার চলে যেতে বলেছিলাম। সেখানে একজন জ্বিন সাহাবী ছিলো, তিনি বলেন- এটা আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।
এরপর জ্বিনেরা উক্ত মুহাদ্দিসকে নিজ বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায়..
.

ইনশাআল্লাহ চলবে....

জ্বিনের স্পর্শ (৩)

[ক]
জ্বিন আসর করার প্রকারভেদ আলোচনা করে আজকের পর্ব শুরু করা যাক। আচ্ছা তার আগে জেনে নেয়া উচিত জ্বিনের আসর ব্যাপারটা বুঝাতে কি কি শব্দ ব্যবহার হয়।
.
বাংলায় যেমন জ্বিনে ধরা, আসর করা, ভর করা, বাতাস লাগা ইত্যাদি ব্যবহার হয়, আরবীতে তেমন আল-মাসসু / মাসসে শাইতান - শয়তানের স্পর্শ (المس) আস-সর'উ / সর'উল জ্বিন - জ্বিন ধরা possession of jinn (الصرع) [মৃগীরোগ (Epilepsy) বুঝাতেও আস-সর'উ ব্যবহার হয়] আস-বুল বালা - বিপদে ধরা (البلاء اصاب) এরকম বিভিন্ন শব্দ দিয়ে এটা বুঝায়।
.
[খ]
তো জ্বিন কয়েকভাবে আসর করতে পারে, অথবা আরেকটু শুদ্ধভাবে বললে.. জ্বিন দ্বারা মানুষ কয়েকভাবে আক্রান্ত হয়:
১। পুরো শরীর আক্রান্ত হওয়া। যাকে স্বাভাবিকভাবে আমরা "অমুককে জিনে ধরেছে" বলি। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের শরীরের ওপর থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারায়, জ্বিন তার মুখ দিয়ে কথা বলে, সব অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাকে

আঘাত করলে জ্বিন ব্যাথা পায়।

২। শরীরের কোনো অঙ্গ যেমন হাত, পা অথবা মাথা আক্রান্ত হওয়া। এটা কয়েকভাবে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জ্বিন হাতে বা পায়ে ঢুকে থাকে যেখানে সবসময় ব্যাথা করে, অথবা একদম অচল হয়ে যায়। কিংবা ব্রেইনে ঢুকে থাকে, যার ফলে মাঝেমধ্যে উল্টাপাল্টা আচরণ করে, কেউ এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যেমন এক অঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে, তেমন একাধিক অঙ্গও হতে পারে। একটা জ্বিন যেমন শরীরে ঢুকে থাকতে পারে, একটা মানুষের শরীরে একাধিক জ্বিনও থাকতে পারে।

.

বাস্তবতা বুঝতে সহজভাবে ভাবুন, "শয়তান মানুষের রগের ভেতর দিয়ে চলাচল করে" (তারাও জিন) এটাতো সাফ হাদিস তাইনা? আচ্ছা! এখন আপনার পায়ে কতগুলা রগ আছে আপনি চিন্তা করেন...

একজন মিসরীয় শায়খের ঘটনা, উনার কাছে একজন রুগী আসলো, যার এক পা একদম অচল হয়েছিলো "ডাক্তাররা কোনো সমস্যা খুজে পাচ্ছিলো না" (point to be noted) তো শায়খ যখন উনার মাথায় হাত রেখে রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়লেন, তখন রুগীর মুখ দিয়ে জ্বিন কথা বলে উঠলো, সে মুসলমান ছিলো.. তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে যেতে রাজি করানোর সময় জানা গেলো, এই শরীরে আরো দুইটা জ্বিন আছে যারা খ্রিষ্টান! তো এরকমও ঘটতে পারে.. (আল্লাহ হিফাজত করুক)

৩। স্বল্প সময়ের জন্য আক্রমণ করা। জ্বিন যেমন শরীরের মাঝে ঢুকে দীর্ঘসময় থাকতে পারে, তেমনি কোনো ক্ষতি করে তখনি বের হয়ে যেতে পারে। তবে মাঝেমাঝে ঢুকে আবার চলে যায়, আবার ঢুকে আবার যায়.. এমন ঘটনা খুব কম। কারণ 'কোনো মানুষের শরীরে ঢোকা' কাজটা জ্বিনের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য একটা বিষয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো কোনো একটা ক্ষতি করে (যেমন জ্বর বানিয়ে দিয়ে) তখনই চলে যায়, যেটাকে জিনের বাতাস লাগছে বলে। অথবা একবার শরীরে ঢুকে, চিকিৎসা করানোর আগে যেতে চায়না.. (এটাকে জিনে ধরছে বলে)

এখানে বলে রাখা ভালো... 'তৃতীয়প্রকার' তথা স্বল্প সময়ের জন্য জিন আক্রমণ করার মাঝে "বোবা ধরা"কেও গণ্য করেছেন অনেক অভিজ্ঞ আলেম। (তবে আমার কেন যেন মনে হয় এটা হুদাই শারীরিক সমস্যা, জিন-ভুত কিছু না)

...

আর হ্যা! উপরে যে পয়েন্ট গেলো.. অতিপ্রাকৃতিক সমস্যাগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হয়.. "কোনো ব্যথা বা রোগ আছে; অথচ মেডিকেল টেস্টে কিছু ধরা পড়ছে না!" এটা অহরহ দেখা যাচ্ছে.. বাস্তবে এটা জিন এবং বদনজর; উভয় ক্ষেত্রেই একটা মেজর সাইন! (বড় আলামত)

জ্বিন আক্রান্তের সবগুলো লক্ষণ আগামী পর্বে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

.

[গ]

কোন কোন অবস্থায় জ্বিন মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে! এটা এর আগে একদিন আলোচনা করা হয়েছে। সিরিজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আরেকবার উল্লেখ করা জরুরী ভাবছি..

.

খারাপ জ্বিন সর্বাবস্থায় আপনার ওপর আক্রমণ করতে পারে না। শয়তানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সবসময় আপনাকে বশ করতে পারেনা। তবে আক্রান্ত হয়ে গেলে হইছে কাম...।

খবিস জ্বিন ৪ অবস্থায় মানুষের ভেতর ঢুকতে পারে।

১. খুব ভীত অবস্থায় থাকলে

২. খুব রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে

৩. খুব উদাসীন অবস্থায় থাকলে
৪. কুপ্রবৃত্তির গোলামী করা অবস্থায় (মানে যখন কোনো খারাপ কাজ করছে এই অবস্থায়)
.
তো এসব হচ্ছে খারাপ জ্বিন মানুষের ওপর আসর করার সময়। এ অবস্থায় নাকি জ্বিনের অনেক কষ্ট হয়, বিশেষত কেউ যদি দু'আ কালাম পড়ে, আর অপরদিকে জ্বিনকে যদি কোনো যাদুকর জোর করে পাঠায়.. তাহলে তো বেচারা জ্বিনের জান খারাপ। এদিকেও বিপদ, ওদিকেও বিপদ।
তো, ওসব ক্ষতি থেকে বাচতে আমাদেরকে হাদিসে বর্ণিত সকালসন্ধ্যার আমলগুলোর অভ্যাস করা উচিৎ আর সর্বোপরি গাফেল না হওয়া উচিৎ... তাহলে আল্লাহ চায়তো সহজেই আমরা খারাপ জ্বিনের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবো।
.
.

ইনশাআল্লাহ চলবে.....

জ্বিনের স্পর্শ (৪)

[ক]
আজ শুরুতে আমরা জ্বিন আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ জানবো। গতপর্বে ব্যথা করা হয়েছে, মানুষ কয়েকভাবে জ্বিন দ্বারা আক্রান্ত হয়। whole body possession বা যেটাকে জ্বিনে ধরা বলে সেরকম না হলে স্বাভাবিকভাবে কেউ বিশ্বাস করে না যে জ্বিন আছে শরীরে। কিন্তু আসলেই এটা সম্ভব যে, কারো শরীরে জ্বিন ঢুকে আছে.. আর দিনের পর দিন ধীরেধীরে সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
.
প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা জরুরী, আমরা যে লক্ষণগুলো আলোচনা করতে যাচ্ছি এক-দুদিন এসব দেখলেই জ্বিন আক্রান্ত হয়েছে ভাববার কারণ নেই, কারণ এগুলো স্বাভাবিক অসুখবিসুখ এর কারণেও হতে পারে। এই লক্ষণগুলো কারো মাঝে যদি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে ধরে নিবেন সমস্যা আছে।
.
আলোচনার সুবিধার্থে পজেসড হওয়ার লক্ষণগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। ঘুম সংক্রান্ত এবং অন্য সময়ের..।
.
[খ]
ঘুম সংক্রান্ত লক্ষণ সমূহ-
১। নিদ্রাহীনতা: যার জন্য সারারাত শুধু বিশ্রাম নেয়াই হয়, ঘুম হয়না
২। উদ্বিগ্নতা: যার জন্য রাতের বেশিরভাগ সময়ই না ঘুমিয়ে কাটানো
৩। বোবায়ধরা: ঘুমের সময় কেউ চেপে ধরেছে, নড়াচড়া করতে পারছে না। প্রায়ই এমন হওয়া
৪। ঘুমের মাঝে প্রায়শই চিৎকার করা, গোঙানো, হাসি-কান্না করা
৫। ঘুমন্ত অবস্থায় হাটাহাটি করা (Sleepwalking)
৬। স্বপ্নে কোনো প্রাণিকে আক্রমণ করতে বা ধাওয়া করতে দেখা। বিশেষতঃ কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, উট, সিংহ, শিয়াল,

সাপ (*)

৭। স্বপ্নে নিজেকে অনেক উঁচু কোনো যায়গা থেকে পড়ে যেতে দেখা

৮। কোনো গোরস্থান বা পরিত্যক্ত যায়গা, অথবা কোনো মরুভূমির সড়কে হাটাচলা করতে দেখা

৯। বিশেষ আকৃতির মানুষ দেখা। যেমন: অনেক লম্বা, খুবই খাটো, খুব কালো কুচকুচে

১০। জ্বিন-ভুত দেখা

.

(*) ফ্যাক্টঃ যদি স্বপ্নে সবসময় দুইটা বা তিনটা প্রাণী আক্রমণ করতে আসছে দেখে, তাহলে বুঝতে হবে সাথে দুইটা বা তিনটা জ্বিন আছে।

.

[গ]

ঘুম ব্যতীত অন্য সময়ের লক্ষণ

১। দীর্ঘ মাথাব্যথা (চোখ, কান, দাত ইত্যাদি সমস্যার কারণে নয়, এমনিই)

২। ইবাদত বিমুখতা: নামাজ, তিলাওয়াত, যিকির আযকারে আগ্রহ উঠে যাওয়া। মোটকথা, দিনদিন আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাওয়া

৩। মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা, কিছুতেই মন না বসা..

৪। ব্যাপক অলসতা; সবসময় অবসন্নতা ঘিরে রাখা

৫। মৃগীরোগ

৬। শরীরের কোনো অংঙ্গে ব্যাথা কিংবা বিকল হয়ে যাওয়া। ডাক্তাররা যেখানে সমস্যা খুজে পেতে বা চিকিৎসা করতে অপারগ হচ্ছে।

...

আবারও মনে করিয়ে দেই, শারীরিক রোগের কারণেও এসব হয়ে থাকে। তবে যখন দীর্ঘদিন যাবত যখন এসব লক্ষণ দেখা যাবে, তখন ভাববেন কোনো সমস্যা আছে।

.

[ঘ]

আগামী পর্বে হয়তো বাসাবাড়ি থেকে জিন তাড়ানোর পদ্ধতি, এরপর জ্বিনদ্বারা আক্রান্ত রুগীকে রুকইয়াহ করার নিয়ম আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে পোস্ট অনেক লম্বা হতে পারে। এজন্য দুই পর্বে দেয়ার ইচ্ছা আছে।

যাহোক, আজ সবশেষে খবিস জ্বিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে কয়েকটি মৌলিক বিষয় জেনে নিন।

.

১। জামা'আতে নামাজ আদায় করা। এটা আপনার আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

২। গানবাজনা থেকে বিরত থাকা, পাকপবিত্র থাকা।

৩। ঘুমের আগে অযু করে বিছানায় যাওয়া।

৪। ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসি এবং সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া।

৫। সব কাজে বিসমিল্লাহ বলা, বিশেষত উঁচু থেকে লাফ দেয়ার সময়, গরম পানি বা ভারি কিছু ফেলার সময়, অন্ধকারে কিছু করার সময় বা অন্ধকার ঘরে ঢুকতে।

৬। কুকুর - বিড়াল না মারা, সাপ মারতে চাইলে আগে জোর আওয়াজে ৩বার বলা "জ্বিন হলে চলে যাও.."

৭। কোনো গর্তে প্রসাব না করা। হাদিসে এব্যাপারে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা আছে।

৮। ঘরে প্রবেশের এবং বের হওয়ার দোয়া পড়া, দোয়া না জানলে অন্তত বিসমিল্লাহ বলা। আর বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করা।

৯। সন্ধ্যার সময় ঘরের জানালা বন্ধ করা, বাচ্চাদের বাহিরে বের হতে না দেয়া। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর বাচ্চাদের বের হতে কিংবা জানালা খুলতে পারেন।

১০। স্ত্রী সহবাসের পুর্বে অবশ্যই দু'আ পড়া।

১১। টয়লেটে ঢোকার সময় দু'আ পড়া।

১২। ফজরের পর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হ্ামদ, ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর" এটা ১০০বার পড়া।

১২। সকাল সন্ধ্যার অন্যান্য মাসনুন আমলগুলো নিয়মিতভাবে প্রতিদিন করা

১৩। সুরা ইখলাস ফালাক নাস, তথা তিনকুল-এর আমল গুরুত্ব সহকারে করা। আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে এব্যাপারে চল্লিশটিরও বেশি সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এর আমল করেছেন।
আমল হলো, রাসূল সা. প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা ইখলাস তিনবার, সূরা ফালাক তিনবার ও সূরা নাস তিনবার পড়ে দুইহাতের তালুতে ফুঁ দিতেন। ফুঁ এর সাথে হালকা থুতু বেরিয়ে আসতো। এরপর সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে নিতেন।
দ্বিতীয়ত: প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সূরা ইখলাস, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস এভাবে তিন সূরা তিনবার পড়তেন। এসময়ে ফুঁ দেয়া লাগবে না।
হাদীসের শেষাংশে আল্লাহর রাসূল সা বলেন, এআমলই তোমার জন্য যথেষ্ট।

...

উপরে উল্লেখিত পরামর্শ বিভিন্ন হাদিস থেকে নেয়া, লেখা দীর্ঘ হয়ে যাবে এজন্য সবগুলো হাদিস উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

.

আর ১২নং পয়েন্টে বলা সকাল সন্ধ্যার দুয়া প্রসিদ্ধ অনেক বইতে পাবেন, যেমনঃ হিসনে হাসিন, গুলজারে সুন্নাহ, হিসনুল মুসলিম। আরো সহজে পাবেন নুরানী মাদরাসার বাচ্চারা একটা নীল রঙের বই পড়ে, বেলায়ের সাহেবের লেখা (নুরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা) এরকম নাম, সেখানে। এছাড়া অনেকগুলো মাসনুন দু'আ আছে বইটিতে, সেগুলোও বিভিন্ন হাদিসে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

.

যাহোক, অনেকগুলো ব্যাপার আলোচনা হলো, আল্লাহ আমাদের সতর্ক থাকার তাওফিক দিন, আমিন..

.

ইনশাআল্লাহ চলবে...

জ্বিনের স্পর্শ (৫)

[ক]

আজ খুব গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথম বিষয় হচ্ছে, কোনো বাড়িতে যদি জ্বিনের উৎপাত থাকে, তাহলে তাড়াবেন কিভাবে?

এর বেশ কয়েকটি জায়েজ পদ্ধতি আছে, সবগুলোই কমবেশি ফলপ্রসূ।

.

প্রথম পদ্ধতিঃ আপনি আরো দুজন লোক সাথে নিয়ে ওই বাড়িতে যাবেন, তারপর জোরে জোরে কয়েকবার বলবেন.. (প্রথম কমেন্টের পিকচার দ্রষ্টব্য)

.

وْذُوْا أحَدًاأَخَذَهُ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانَ أَنْ تَرْحَلُوْا وَتَخْرُجُوْا مِنْ بَيْتِنَا أُنَاشِدُكُمُ اللهُ أَنْ تَخْرُجُوْا وَلَا تُ أُنَاشِدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِيْ

.

পরপর তিনদিন এরকম করবেন, ইনশাআল্লাহ বাড়ি ছেড়ে জ্বিন চলে যাবে। এরপরেও যদি কোনো সমস্যা টের পান তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করুন....

.

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ একটা পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমানে পানি নিন, এরপর পানির কাছে মুখ নিয়ে নিচের দু'আটি পড়ুন- (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কমেন্টের পিকচার দ্রষ্টব্য)

.

اللهِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ وَلَا تُضَامُ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ المنيع نحتجب، وَبِأَسْمَائِهِ بِسْمِ اللهِ ، اَمْسِيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ
ما يـ خرج الْحُسْنٰى كُلِّهَا عَائِذٌ مِّنَ الْأبالسة ، ومِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، ومن شر كل معلن اوْ مسر ، وَمن شر
كمن بالليل ويخرج بالنهار ، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ابليس وجنوده ، بـ الـ ـل يل ويـ كمن بـ الـ نهار ، وي
ومن شر دابة انت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ، اعو بما استعاذ به موسى ، وعيسى ، وابراهيم، الذي وفّى ،
ومن شر ما خـ لق وذرأ وبـ رأ ، ومن شر ابـ ـل يس وجـ نوده ، ومن شر ما يـ بغي

.

এরপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সুরা সফফাত (২৩ পারা) এর প্রথম ১০ আয়াত পড়ুন,

.

حِيـــمِ -اعوذ بـ الله من الـ شـ يطن الـ رجـ يم بِسْمِ اللَّهِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ (4إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ((3فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ((2فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ((1وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى (7وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ((6إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ((5وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ((9وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (دُحُورًا (8وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (10)

.

সব পড়ে পানিতে ফুঁ দিবেন। এবং ওই পানি পুরো বাড়ীতে ছিটিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ আর কোনো সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে দুষ্ট জ্বিন থাকলে চলে যাবে।
(উপরিউক্ত পদ্ধতি ইবনুল কায়্যিম রহ. উনার الوابل الصيب في الكلم الطيب কিতাবে বর্ননা করেছেন, বিন বায রহ. থেকেও এই আলোচনা পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে পানি ছিটানোর পর একবার আযান দেয়া উত্তম...)

.

[খ]

তৃতীয় পদ্ধতিঃ এটা গত ২রা মার্চ মুন্সিগঞ্জের মাহফিলে সাইয়্যেদ আসজাদ মাদানী দা.বা. বয়ান করেছেন। কোনো বাড়িতে জ্বিনের উৎপাত থাকলে সেই বাড়িতে পরপর তিনদিন সুরা বাক্বারা তিলাওাত করতে হবে। অথবা নতুন বাড়ি করার পর যদি পরপর তিনদিন সুরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে আগে থেকে সেখানে কোনো জ্বিন বা অন্য ক্ষতিকর মাখলুক থাকলে চলে যাবে। এরকম মর্মার্থে একটা হাদিসও আছে।

.

তো, এই হচ্ছে বাড়ি থেকে খবিস জ্বিন তাড়ানোর সমাধান। তবে এসব করার পর যে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন... বাড়িতে ইসলামী পরিবেশ চালু রাখার চেষ্টা করবেন, বিশেষতঃ কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য বা ছবি যেন ঘরে টাঙানো না থাকে। রাসুল সা. বলেছেন যে ঘরে কুকুর বা জীবজন্তুর ছবি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর নফল - সুন্নাত নামাজ সম্ভব হলে ঘরে পড়বেন। আহলিয়া থাকলে বলবেন, যে ঘরে নামাজ পড়ে সাধারণত, সেটা বাদে অন্যান্য ঘরেও যেন মাঝেমাঝে পড়ে।
আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুক... আ-মীন..

[গ]
কোনো জ্বিনে ধরা রুগীর চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ব্যাপার থাকে, যেসব চিকিৎসককে খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমত: উপস্থিত বুদ্ধি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, এখন আমরা জানবো যিনি চিকিৎসা করবেন তার কি কি গুন থাকা উচিত-
১. আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া, শিরক-বিদ'আতমুক্ত পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বিদার অনুসারী হওয়া।
২. মৌলিক ইবাদাতগুলো তথা নামাজ-কালাম, মাহরাম-গাইরে মাহরাম এসব বিষয়ে যত্নবান হওয়া। হালাম-হারামের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
৩. অধিক পরিমাণে জিকির-আযকার, রোজা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মিকভাবে দৃঢ় হওয়া।
৪. আল্লাহর কালাম যে জ্বিন-শয়তানের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম, এব্যপারে দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াক্বীন) রাখা।
৫. জ্বিন জাতির অবস্থা তথাঃ প্রকারভেদ, জাতপাত, কাজকর্ম, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কিভাবে মানুষের ওপর আসর করে, কিভাবে কিভাবে বের হয়... ইত্যাদী বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকা।
৬. জ্বিনদের মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা খুবই বেশি! এজন্য জ্বিনদের স্বভাব, ধোকাবাজী, কূটকৌশলের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। (যেমনঃ দ্বিতীয় পর্বে বলা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ঘটনায়... জ্বিন বলেছিল আপনার কথা মেনে চলে যাচ্ছি। ইবনে তাইমিয়া রহ. বললেন, না! তুমি আল্লাহ এবং রাসুল স. এর আনুগত্য করে চলে যাও। এখানে উনি এই কথা না বললে সম্ভাবনা ছিল, হয়তো উনার মৃত্যুর পর আবার জ্বিন ফিরে আসতো। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ঘটনায় যেমনটা আমরা দেখেছি!)
৭. রাসুল সা. এর শিখিয়ে দেয়া দু'আগুলো যেমনঃ ঘরে - মসজিদে ঢোকার দোয়া, বের হওয়ার দোয়া, কুকুর ডাকতে শুনলে দোয়া (আ'উযুবিল্লাহ পড়তে হয়) কাক ডাকতে শুনলে দোয়া, টয়লেটে ঢোকার-বের হবার দোয়া, এসবের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। এবিষয়ক বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
৮. নিজের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা। কারণ, আপনি নিজেই দুর্বল হলে অন্যের ওপর ভর করা শয়তানকে শায়েস্তা করবেন কিভাবে? এজন্য খারাপ জ্বিন-শয়তান থেকে বাঁচার জন্য যা যা করনীয় আছে, সেসব গুরুত্ব সহকারে করা। (এক শায়খের ঘটনা আগেও বলা হয়েছে। জ্বিন ছাড়ানোর সময় উনার ওপরেই আসর করার চেষ্টা করেছিলো জ্বিন, কিন্তু সকালে দুয়া পড়ার কারণে পারেনি.. লিংক কমেন্টে)
৯. আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, জ্বিন ছাড়াতে গিয়ে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী অবৈধ কোনো পন্থার অনুসরণ না করা। সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল (ভরসা) রাখা। যে, আল্লাহ অবশ্যই এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। সমস্যার সমাধান করবেন।
১০. চিকিৎসক ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ হওয়া উচিত। আবশ্যক নয়, তবে রিকোমেন্ডেড...।
আর হ্যা! সমস্যা সমাধানে চিকিৎসককে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে, মনে রাখবেন এটাও একটা রোগ। ফিজিক্যাল না হলেও, স্প্রিচুয়্যাল।
.
যাহোক, এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুক...
.
[ঘ]
কেউ যদি এই বিষয়ে পড়াশোনা করতে চায় তাহলে তার জন্য সাজেস্টেড কিছু বই এর নাম-
১. ইমাম সুয়ুতি রহ.-এর লাক্বতুল মারজান ফি আহকামিল জান (আরবির চেয়ে বাংলা জ্বিন জাতির ইতিহাস বেশি ভালো)
২. ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর রিসালাতুল জ্বিন
৩. ইমাম নববী রহ. এর শরাহ সাথে রেখে মুসলিম শরিফের "কিতাবুত ত্বিব / চিকিৎসা অধ্যায়" দেখা যায়
৪. বুখারীর "বাদাউল খলক/ সৃষ্টির সূচনা" অধ্যায় দেখতে পারেন, সাথে ফাতহুল বারি রাখলে আরো ভালো
৪. ইবনে কাসির রহ. উনার তাফসীরে কিছু আলোচনা করেছেন এবিষয়ে

৬. আ-কাম আল মারজান ফি গারাইবিল জান, লেখকঃ বদরুদ্দিন শিবলী হানাফী রহ.
৭. তালবীসে ইবলিস, লেখকঃ ইবনুল জাওযি রহ.
৮. ওয়াকায়াতুল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শাইত্বন, লেখকঃ শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম
৯. ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শাইত্বন, লেখকঃ ইবনু কায়্যিম রহ.
১০. আলামুল জিন (এই নামে ৩জন লেখকের আলাদা আলাদা বই আছে)
.
[ঘ]
সবশেষে বলে রাখা ভালো, জ্বিন সিরিজ লিখতে গিয়ে আমি মৌলিকভাবে দুটি বইয়ের সহায়তা নিয়েছি, প্রথমতঃ ইমাম সুয়ুতির قط الـ مرجان فـ ي احـ كام الـ جان এটা মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে জ্বিন জাতির ইতিহাস নামে অনূদিত হয়েছে। আর অপরটি হচ্ছে মিসরের শাইখ ওয়াহিদ এর লিখা وقـ ايـ ة الانـ سان من الـ جن والـ شـ يطان এটার অনুবাদ হয়নি। চিকিৎসার পদ্ধতিগুলো শেষোক্ত বই থেকে নেয়া। আর হাদিসের ক্ষেত্রে ইসলাম ওয়েব থেকে আরবী কিতাবের সহায়তা নেয়া হয়েছে।
.
আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ জ্বিন সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু এব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, এজন্য শুধু বই থেকে অনুবাদ করে লেখাটা ফুটিয়ে তোলা আমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য একটা কাজ।
এজন্য আপনাদের দু'আ প্রার্থী..

জ্বিনের স্পর্শ (৬)

অবধারিতভাবে আজ যে বিষয়টা আলোচনায় করতে হবে, তা হচ্ছে "জ্বিন আক্রান্ত মানুষের শরীর থেকে জ্বিন তাড়ানোর ইসলাম সমর্থিত সিস্টেম"
আমরা ৩টি ধাপে বিষয়গুলো আলোচনা করবো, আশা করছি ধৈর্য ধরে সাথেই থাকবেন।
.
[প্রথম স্টেপ- চিকিৎসার প্রস্তুতি]
চিকিৎসক এর গুণাবলী যা গত পর্বে আলোচনা হয়েছে সেসব তো খেয়াল রাখবেন, এরপর যে ঘরে চিকিৎসা করা হবে, তাঁর পরিবেশ মানানসই হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ।
১. ঘর টাঙানো বা সাজিয়ে রাখা কোন জীবের ছবি এবং ভাস্কর্য থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। যেন রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে।
২. কোনও মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে।
৩. রুগীর সাথে কোনও তাবিজ থাকলে খুলে ফেলতে হবে। তাবিজ আল্লাহর ওপর তাওয়াককুলের প্রতিবন্ধক।
৪. সেখানে উপস্থিত কেউ যেন অনৈসলামিক অবস্থায় না থাকে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। যেমন: কোনও পুরুষ স্বর্ণ পরে আছে, অথবা কোনও মহিলা বেপর্দা হয়ে আছে।
৫. রুগী এবং তার পরিবারকে এবিষয়ে ইসলামি দর্শন সংক্ষেপে বলবেন, যেমন: এই চিকিৎসায় আমার কোনও ক্ষমতা নাই, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা কোরআন এর মাঝে শিফা (আরোগ্য) রেখেছেন, আর রাসূল সা. কোরআন দ্বারা চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য আমরা রুকইয়াহ শারিয়্যাহ পারফর্ম (এর বাংলা কি?) করবো। আর শিরকি ঝাড়ফুঁক বিষয়েও সতর্ক করবেন।
৬. রুগী যদি শরীরের একাংশে আক্রান্ত হয় তাহলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করুন। সে স্বপ্নে কোনও প্রাণী দেখে কি না, দেখলে কয়টা প্রাণী দেখে, একই প্রাণী বারবার দেখে কি না। স্বপ্নে কোনও প্রাণী ধাওয়া করে কি না। বোবায় ধরে কি না। মোটকথা, ৪র্থ পর্বে যে ১০-১২টা লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে সেসবগুলোর ব্যাপারে

প্রশ্ন করুন। যাতে ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া যায়।
আর হ্যাঁ! যদি স্বপ্নে সে সবসময় দুইটা প্রাণীকে.. যেমন: দুইটা সাপকে ধাওয়া করতে দেখে, তাহলে বুঝতে হবে দুইটা জ্বিন আছে। যদি কোনও বিশেষ আকৃতির কোনও মানুষকে ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় দেখে, তাহলে বুঝতে হবে খ্রিষ্টান জ্বিন। যাহোক, এসব প্রশ্ন করে অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে শুরু করবেন।
৭. রুগী মহিলা হলে... রুগীকে সম্পূর্ণ পর্দাবৃত অবস্থায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় "যদি কোনও মাহরাম পুরুষ রুকইয়াহ করে, তাহলে অতিরিক্ত ঝামেলা হবেনা।"
৮. সেখানে রুগীর কোন মাহরাম যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকে, যেমন: বাবা, ভাই অথবা স্বামী থাকতে পারে। এছাড়া সেখানে অন্য গাইরে মাহরাম কেউ যেন না থাকে। পর্দার বিধান যেন লঙ্ঘন না হয়, এব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।
৯. চিকিৎসা করার পূর্বে ওযু করে নেয়া উচিত। সম্ভব হলে দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে নিন। নইলে অন্তত: ইস্তিগফার -দরুদ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে চিকিৎসা শুরু করুন...
.
[দ্বিতীয় স্টেপ: চিকিৎসা]
রুগীর মাথায় হাত রেখে, উচ্চ আওয়াজে রুকইয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন। তবে যেহেতু সেখানে সিহর/যাদু বিষয়ক আয়াতও আছে তাই জ্বিনের ক্ষেত্রে সবগুলো আয়াত তিলাওয়াতের দরকার নেই। জ্বিনের চিকিৎসার জন্য শুধু নিচের আয়াতগুলো পড়ুন।
১। সুরা ফাতিহা
২। বাকারা ১-৫
৩। বাকারা ১৬৩-১৬৪
৪। বাকারা ২৫৫-২৫৭
৫। বাকারা ২৮৫-২৮৬
৬।আলে-ইমরান ১৮-১৯
৭। আ'রাফ ৫৪-৫৬
৮। মুমিনুন ১১৫-১১৮
৯। সফফাত ১-১০
১০।আহকাফ ২৯-৩২
১১। আর-রহমান ৩৩-৩৬
১২। হাশর ২১-২৪
১৩। সুরা জ্বিন ১-৯
১৪। সুরা ইখলাস
১৫। সুরা ফালাক
১৬। সুরা নাস
--- আয়াতগুলো একসাথে পিডিএফ করে আমি আপলোড করে দিচ্ছি। ই-বুকের শেষে গত পর্বের দু'আগুলোও রয়েছে
লিংকঃ http://bit.ly/ruqyahdownload (ডাউনলোড পেজের শেষ দিকে দেখুন) ---
.
পুরুষ হলে মাথায় হাত রেখে পড়বেন, গাইরে মাহরাম মহিলা হলে এমনিই জোর আওয়াজে পড়বেন। গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করা হারাম। সম্পূর্ণ জিনে ধরা রুগীর ক্ষেত্রে সাধারণত শুয়ে থাকে, তখন রুগীর দুই হাত বুকের ওপর চেপে ধরে, অথবা মাথা চেপে ধরে কোরআন পড়তে পারেন। আর বেশ ছটফট করলে অন্য কাউকে ধরতে বলুন, আর একপার্শে বসে তিলাওয়াত করুন।
.

মোটকথা, রুগীকে ধরে রেখে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন, তাহলে ইফেক্ট বেশি হবে। নাহলে অন্তত রুগীর কাছে বসে জোর আওয়াজে পড়বেন।
এই রুকইয়ার প্রভাবে হয়তো শরীর থেকে জ্বিন চলে যাবে, অথবা শরীরে লুকিয়ে থাকলে কথা বলে উঠবে। যদি কোনও অঙ্গে লুকিয়ে থাকে, তখনও এটা সহ্য করতে পারবে না, জেগে উঠবে। তবে তিলাওয়াত করার সময় আপনি নিয়াত করবেন "যেন শরীর থেকে জ্বিন চলে যায়"। কেননা, রাসূল সা. বলেছেন- শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আশা করো না। (বুখারী) এজন্য জ্বিন বিদায় হওয়ার নিয়াত রাখবেন।
.
যাহোক, এগুলো পড়ার পর রুগীর মাঝে কিছু লক্ষণ খেয়াল করুন,
১. হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছে কিনা। ২. অথবা যদি খুব জোরে কেঁপে ওঠে। ৩. অথবা যদি চিৎকার দিয়ে ওঠে। ৪. কিংবা যদি ওর নাম ঠিকানা বলতে শুরু করে !!
এসব দেখলে বুঝবেন, জ্বিন আছে ভেতরে। কথা বলবে কিছুক্ষণের ভেতরেই। আপনি ভীত হবেন না, মনে মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।
এরপর জ্বিনকে বেসিক কিছু প্রশ্ন করুন-
১. নাম কি? ধর্ম কি?
২. কেন এর ওপর আসর করেছ?
৩. তোমার সাথে এখানে কি আর কেউ আছে?
৪. কোনও যাদুকরের জন্য কাজ করো নাকি?
৫. শরীরের কোন অঙ্গে ঢুঁকে ছিলে?
এসব কথা শুনে মোটামুটি বুঝতে পারবেন অবস্থা, এরপর আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে বুঝিয়ে সমঝিয়ে শরীর থেকে বিদায় করা।
.
জ্বিন যদি মুসলমান হয়:
তাহলে তাকে তারগিব-তারহিব এর মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করুন। মানে আখিরাতের আযাবের কথা বলে সতর্ক করুন, জান্নাতের পুরষ্কার মনে করিয়ে দিন। যে কোনও মুসলমানকে কষ্ট দিতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। (সুরা আহযাব ৫৮) কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়া উচিত না। চলে গেলে আল্লাহ প্রতিদান দিবেন। আচ্ছা আসর করার কারণ বুঝে উপদেশ দিতে পারেন। যেমন, যদি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে আসর করে। (যেমন: পরি আসর করেছে পছন্দ করে তাই) এরকম ক্ষেত্রে বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, এটা জায়েজ হচ্ছে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না।
যদি কোনও কারণ ছাড়া হুদাই আসর করে, তাহলে বুঝান যে এটা উচিত হচ্ছেনা। এতো তোমাকে কক্ষনো কষ্ট দেয়নি, তোমার কোনও ক্ষতি করেনি, তুমি কেন একে কষ্ট দিবে। হ্যানত্যান বুঝাইয়া যাওয়ার জন্য রাজি করান।
যদি ভুলে কিছু করার জন্য (যেমন, জ্বিনের গায়ে গরম পানি ফেলেছে, প্রসাব করেছে) এরকম কিছু হলে বুঝান। সে তোমাকে দেখতে পায়নি, অনিচ্ছাকৃত ভাবে করেছে এটা। দেখতে পেলে কখনই এমন করতো না। তোমার উচিত হবে একে ছেড়ে দেয়া।
যাহোক, চলে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হলে, নিচের কথাগুলো ওয়াদা করান-
"আমি আল্লাহর নাম শপথ করছি, এখন এই শরীর থেকে চলে যাবো। আর কখনো আসবো না। পরবর্তীতে আর কোনও মুসলমানের ওপর আসর করবো না। এই ওয়াদা ভঙ্গ করলে আমার ওপর আল্লাহর লানত। আমি যা বললাম এব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী।"
এরপর জিজ্ঞেস করুন কোন দিক দিয়ে বের হবে, সে বলতে পারে চোখ, পেট, বুক অথবা মাথার দিক দিয়ে বের হবে, কিন্তু আপনি তাঁকে মুখ, নাক, কান, হাত অথবা পা দিয়ে বের হতে বলুন।
জ্বিন চলে যাওয়ার পর, আবার রুগীর ওপর রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়ে যাচাই করুন, আসলেই গেছে কি

না। কারণ, জ্বিনেরা খুব বেশি মিথ্যা বলে।
.
জ্বিন যদি অমুসলিম হয়..
জ্বিন অমুসলিম হলে, প্রথমে তাকে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করুন, ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখুন। জেনে রাখা ভালো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বিনেরা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। যদি কোনোভাবে ইসলাম কবুল করাতে পারেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকেনাকে অনেক প্রতিদান দিবে।
যদি ইসলাম কবুল করে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ! এরপর ভালোভাবে বুঝান যে, রুগীর কষ্ট হচ্ছে, কোনও ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া উচিত না। উপরের পয়েন্টটাই ফলো করুন।
আর আল্লাহ না করুক, ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে বাধ্য করা যাবে না। তাঁকে ভবিষ্যতে এব্যাপারে আরো ভেবে দেখতে পরামর্শ দিবেন। এরপর শরীর থেকে চলে যেতে আদেশ করুন, বলুন রুগীর কষ্ট হচ্ছে। এটা ঠিক না। চলে গেলে তো আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াদা নিয়ে ছেড়ে দিন।
.
আপোষে না যেতে চাইলে..
কবি বলেন "..আপোষে না গেলে জোর করিয়া!!!" অতএব, ভালোয় ভালো কথা না শুনলে জোর করে তাড়াতে হবে। তবে এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, এব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে মারতে যাবেন না। বিশেষতঃ রুগী বাচ্চা হলে চেষ্টা করবেন যেন ভালোয় ভালো বিদায় ক্রয়তে। অনেক জ্বিন আছে, মারার আগেই বের হয়ে যায়, মারা শেষে আবার আসে! অর্থাৎ মাইর পুরোটা রুগীর গায়ে লাগে। এজন্য এব্যাপারে সাবধান! তো আপনি প্রথমে তাঁকে সতর্ক করুন, যে চলে যাও নয়তো তোমাকে কোরআন আয়াত দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে, আর আখিরাতেও তুমি জাহান্নামে যাবে।
.
যদি না শোনে এবার থার্ড ডিগ্রীতে চলুন-
আয়াতুল কুরসি, সুরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, সুরা জ্বিন, হাশরের শেষ ৩ আয়াত, সুরা হুমাযাহ, সুরা আ'লা এসব এবং এরকম আরো যেসব আয়াতে জাহান্নাম, শয়তান অথবা অন্যান্য আযাবের কথা আছে এসব পড়ুন, আর ফু দিন। পড়ার সময় মাথায় হাত রেখে পড়লে বেশি ভালো। এসব আয়াতের কারণে জ্বিন কষ্ট পাবে, এবং চলে যাবে। ইনশাআল্লাহ!
বিরল কিছু ক্ষেত্রে জ্বিন জেতে চায়না, সেক্ষেত্রে উপরের আয়াতগুলো পড়ে আঘাত করা যেতে পারে, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।
খেয়াল রাখবেন, মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া যেমন হারাম, জ্বিনকে অহেতুক কষ্ট দেয়া হত্যা করাও সমান পাপ। অতএব, জুলুম যেন না হয় সতর্ক থাকবেন।
-
যাহোক, সংক্ষেপে এই হচ্ছে জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি। মূল কথা হচ্ছে, আপনি উত্তেজিত না হয়ে, যদি ভালোয় ভালো রাজি করতে পারেন, ইসলাহি কথা বলে সতর্ক করে কিংবা পাম-পট্টি দিয়ে.. তাহলে আশা করা যায় ব্যাপারটা খুব সহজেই সমাধা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে আরো কিছু সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে। সামনের পর্বে এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো পয়েন্ট বলা হবে, সাথে কিছু এক্সাম্পল দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ! সেগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন।
.
[তৃতীয় ধাপ: চিকিৎসা পরবর্তী পরামর্শ]
চিকিৎসা শেষে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে বলবেন-
১. সবসময় জামাতে নামাজ পড়া
২. গানবাজনা, মুভি ইত্যাদি থেকে বেচে থাকা
৩. ওযু করে এবং আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাতে যাওয়া,
৪. কদিন পরপর বাসায় সুরা বাকারা তিলাওয়াত করা, বা অন্য কাউকে দিয়ে করানো। সম্ভব হলে সপ্তাহে

একবার।
৫. সকালে সুরা ইয়াসিন, এবং রাতে সুরা মুলক পড়া।
৬. "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হ্ামদ, ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর" ফজরের পর ১০০বার পড়া। (আরবি কমেন্টে)
৭. রাতে একা একা না ঘুমানো।
৮. এছাড়াও চতুর্থ পর্বে জ্বিনের ক্ষতি থেকে বাচতে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো শিখিয়ে দিন।
.
বিশেষ দ্রষ্টব্য: জ্বিনের সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে জ্বিন না তাড়িয়ে শুধু রুকইয়া শুনলে, হয়তো প্রথমে সমস্যা কিছু কমবে... কিন্তু সাধারণত পুরোপুরি ভালো হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে পরে সমস্যা আর বাড়ে। এজন্য জ্বিনের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমে সরাসরি রুকইয়াহ করে জ্বিন তাড়ানো আবশ্যক। তারপরে রুকইয়াহ শোনা যেতে পারে।
.

আর হ্যাঁ! কমেন্ট থেকে জ্বিনের জন্য রুকইয়ার পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে ভুলবেন না...
.

চলবে ইনশাআল্লাহ!

জ্বিনের স্পর্শ (৭)

আগের পর্বে আমরা জ্বিন আক্রান্ত রুগীর চিকিৎসার শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি বর্ণনা করেছি, আজ যাদু-বানের বেসিক ট্রিটমেন্টসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট আলোচনা করা হবে।
.
জ্বিন তাড়ানোর সময় আপনি যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন... আমরা এখানে সম্ভাব্য কিছু অবস্থার আলোচনা করবো, বাদবাকি আল্লাহর নুসরত চেয়ে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা সমাধান করতে হবে।
.
১. জ্বিন তাড়ানোর জন্য প্রথমে রুকইয়াহ করার পর যদি রুগীর মাথা ঘুরায় দম বন্ধ হয়ে আসে, ঝটকা দিয়ে কেঁপে ওঠে কিন্তু.. কোনো জ্বিন কথা না বলে তাহলে তিনবার রুকইয়াহ করে দেখুন। তারপর চিকিৎসার পরে সেসব পরামর্শ দিতে হয় সেসব দিন, এবং সাথে প্রতিদিন সুরা বাকারা, সুরা ইয়াসিন, দুখান, জ্বিন তিলাওয়াত করতে বা শুনতে বলুন.. অন্তত একমাস। এরপর ফলাফল জানাতে বলুন।
.
২. রুকইয়াহ করার পর কখনো অনে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে ভয় পাওয়া যাবে না, আপনি শান্ত থাকুন। এবং "সুরা নিসা ৭৬নং আয়াত পড়ে ফুঁ দিন!" এতে সে আঘাত পাবে, আশা করা যায় থামবে...
.
৩. কখনো আপনি বেশ খারাপ আর ঘাড়ত্যাড়া জ্বিনের মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে প্রথমে সাবধান করুন, হয় তুমি চলে যাও, নয়তো কোরআন এর আয়াত দিয়ে তোকে জ্বালিয়ে দিবো! তবুও কথা না শুনলে.. কিছু পানি নিন এবং সুরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জ্বিন পড়ে রুগীকে ফুঁ দিন.. সাথে পানিতেও ফুঁ দিন, এবং ওই পানি রুগিকে খাইয়ে দিন। বারবার আয়াতুল কুরসি পড়েও রুকইয়াহ করতে পারেন । এসবে জ্বিন খুব কষ্ট পায়! এরপর চলে যেতে নির্দেশ দিন..
.

৪. খুব সিরিয়াস অবস্থার জন্য একটা কার্স (curse) শিখিয়ে দেয়া যায়- দুই রাকাত সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ করুন, এরপর রুগীর মাথায় হাত রেখে সুরা আহযাবের ৬৮ নং আয়াত পড়তে থাকুন, আর ফুঁ দিতে থাকুন। আর জ্বিন নির্দেশ দিন, বাচতে চাইলে যেন চলে যায়.. সুরা আহযাব বেশ শক্তিশালী কার্স! বেশ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, জ্বিন যেতে চায়নি, এরপর সুরা আহযাব সহ্য করতে না পেরে মরে গেছে!!
সুরা বাকারার ক্ষেত্রে অনেক আলেমের এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে, বরং খারাপ জ্বিনের ক্ষেত্রে সুরা বাকারার রুকইয়া বেশি প্রসিদ্ধ। এজন্য প্রথমত: সুরা বাকারা সাজেস্টেড...
.
Warning: perform this with caution! (আল্লাহ যেন এরকম পরিস্থিতিতে কখনো না ফেলে) যাকে জ্বিন আসর করেছে সে কম বয়সি হলে কার্স টাইপের কিছু ভুলেও করবেন না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে জ্বিনকে বিদায় করার চেষ্টা করুন।
.
দ্রষ্টব্য: ইবনে তাইমিয়া রহ. সহ অনেকে অত্যাচারী জ্বিনকে হত্যা জায়েজ ফাতওয়া দিয়েছেন, আপনি আলেম হলে বদরুদ্দিন শিবলী হানাফী রহ. এর আকাম আল মারজান ফি গারাইবিল জান বইটিতে বিস্তারিত দেখতে পারেন।
.
৫. কখনো কখনো জ্বিন আপনাকে রাগাতে চেষ্টা করবে, গালিগালাজ করবে.. তখন আপনাকে সবর করতে হবে, রাগান্বিত হওয়া যাবে না।
কখনো হয়তো পাম দিবে, 'আপনি অনেক ভালো মানুষ, বিরাট বুজুর্গ! আপনার কথা মেনে চলে যাচ্ছি.. ব্লা ব্লা" এসব শুনে ফুলার দরকার নাই! বরং বলুন আমি আল্লাহর সাধারণ একজন বান্দা, তুই আল্লাহর বিধান মেনে এখান থেকে ভাগ!
.
৬. আপনি যদি জ্বিনকে জিজ্ঞেস না করে তাঁর ধর্ম জানতে চান, তবে রুগীর ওপর এই দুই আয়াত পড়ুন- সুরা মায়েদা ৭২, সুরা তাওবাহ ৩০
.
৭. কখনো জ্বিন চলে যেতে রাজি হয়, কিন্তু বের হতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে তাকে সহায়তা করা। আপনি তখন তার কানে আযান দিন, এরপর সুরা ইয়াসিন পুরোটা পড়ুন, তারপর আবার আযান দিন... ইনশাআল্লাহ সে চলে যাবে।
.
৮. কখনো জ্বিন কিছু শর্ত দেয়, এই করতে হবে সেই করতে হবে.. তাহলে চলে যাবো.. এক্ষেত্রে যদি সেটা ইসলাম সমর্থিত হয় যেমনঃ নামাজ-কালাম পড়তে হবে, পর্দা করতে হবে... এরকম কিছু হলে বলুন, আল্লাহর বিধান হিসেবে মানতে রাজি আছি। কিন্তু শরিয়ত পরিপন্থী কিছু হলে, কোনো পাপ কাজ হলে মানবেন না... বরং তাকে শাস্তি দিন এসব বলার জন্য।
.
৯. মাঝে মাঝে জিনের কাছে ওয়াদা নেয়ার সময় পালিয়ে যায়। মানে যখন চলে যাবার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হবে ঠিক তখনই পালায়। এমন হলে অনেকবার সূরাহ আর-রাহমানের ৩৩ থেকে ৩৬ এই চার আয়াত বারবার পড়ুন।
.
১০. অনেক সময় জিন বুঝাবে সে ভিকটিমকে ছেড়ে চলে গেছে। অথচ সে এখনো ওই শরীরের মধ্যে আছে। এমনকি যখন কথা বলবে তখন ভিকটিমের মত করেই কথা বলবে। এই অবস্থায় কিভাবে বুঝবেন যে চলে গেছে না আছে?
এমতাবস্থায় আপনি যদি রুগীর মাথায় হাত রাখেন তাহলে অস্বাভাবিক কাঁপুনি বুঝতে পারবেন, এছাড়াও যেসব যায়গায় হাত দিয়ে ডাক্তাররা পালস রেট চেক করে যেমন: হাত, শাহরগ ব্লা ব্লা... এসব যায়গায় হাত রাখলেও

অস্বাভাবিক পাল্সরেট বুঝতে পারবেন, তখন আবার রুকইয়াহ করলে দেখবেন কথা বলতে শুরু করেছে।

.

১১. জ্বিনের রুকইয়াহ করার সময় যদি রুগী কোনো কারণ ছাড়াই কাঁদতে লাগে, তাকে কাঁদা থামাতে বলুন। সে যদি এরকম বলে 'আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না.. এমনিতেই কান্না পাচ্ছে...' তাহলে সম্ভবত তাঁকে যাদু করা হয়েছে। এবার "সুরা আ'রাফ ১১৭-১২২, ইউনুস ৮১-৮২, সুরা ত্বহা ৬৯" এই আয়াতগুলো পড়ে ফু দিন, কয়েকবার করতে পারেন। এরপর যদি দেখেন কান্না বাড়ছে, কিংবা শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করছে তাহলে বুঝতে হবে সত্যিই যাদু করেছে কেউ।

এমতাবস্থায় যাদুর জন্য রুকইয়াহ করতে হবে।

.

১২. যাদুর বেসিক রুকইয়াহ-

যাদু বিষয়ে বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হবে, তবে কমন চিকিৎসা হিসেবে বলা যায়- এক বোতল পানি নিয়ে "সুরা আ'রাফ ১১৭-১২২, ইউনুস ৮১-৮২, সুরা ত্বহা ৬৯" আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিন।

১ সপ্তাহ সকাল-বিকাল এই পানি খেতে হবে, পাশাপাশি গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করতে হবে। আর ১মাস প্রতিদিন কমপক্ষে ১-২ঘন্টা রুকইয়া শুনতে হবে। এরমধ্যে বেশি বেশি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক সময় যেন তিনকুল এর রুকইয়া শুনে। (অডিও লিংক কমেন্টে)

রুকইয়ার পানি শেষ হয়ে গেলে শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারে এরকম কেউ আয়াতগুলো পড়ে আবার নতুন পানিতে ফুঁ দিলেই হবে, এক্ষেত্রে পরহেজগার কেউ হলে আরো ভালো।

.

খেয়াল রাখার বিষয় হচ্ছে, রুকইয়া করার সময় প্রথম প্রথম কিছুদিন সমস্যা বাড়তে পারে, এতে ঘাবড়ে গিয়ে বন্ধ করে দেয়া যাবেনা। পরে আস্তে আস্তে কমে আসবে। উপরের পদ্ধতিটা ধৈর্য ধরে ফলো করুন, পাশাপাশি সকাল সন্ধার অন্যান্য সুন্নাত আমলগুলোও করতে থাকুন। আল্লাহ চায়তো, সিহরের সমস্যাগুলো একদম ভালো হয়ে যাবে।

.

.

আগামী পর্বে জ্বিন সিরিজ সমাপ্য ইনশাআল্লাহ!

৫পর্ব থেকে শেষ করবো করবো করে আজ ৭ম পর্বে ঠেকেছে, আল্লাহ চাইলে সামনের পর্বে কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করে এই সিরিজ শেষ করে দিবো।

জ্বিনের স্পর্শ (৮/শেষ)

[ক]

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে জ্বিন আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা বলা হয়েছে। তার মাঝে ছিলো রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা, সাহাবা এবং অন্যান্য সালাফের ঘটনা।

আগেও বলেছি জ্বিন সিরিজ পুরোটাই পুস্তকি জ্ঞান আর গবেষণা(!) দিয়ে লেখা, এব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তো এক্ষেত্রে যে বইয়ের সর্বাধিক সহায়তা নিয়েছি, তা হচ্ছে 'ওয়াক্বায়াতুল ইনসান, মিনাল জ্বিন্নি ওয়াশ শাইত্বন' মিসরের শাইখ ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালামের লেখা।

তো, এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে শায়খ নিজের কিছু অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, আপনাদের জন্য সেগুলোর ভাবার্থ অনুবাদ করা হলো...
(লক্ষণীয়, ঘটনাগুলোতে 'আমি' বলতে শায়খ ওয়াহিদ উদ্দেশ্য, অনুবাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ নয়)
.
[খ]
ঘটনা-১: এক মহিলাকে জ্বিন ধরেছিলো, আমি তার ওপর কিছু আয়াতে রুকইয়া তিলাওয়া করলাম। তখন জ্বিন কথা বলে উঠলো। নাম জিজ্ঞেস করার পর বললাম..
- এই মহিলাকে কেন ধরেছ?
-- সে বাথরুমে আমার ওপর পড়েছিলো!
- আল্লাহর জন্য একে ছেড়ে দাও..
-- না যাবো না
- তাহলে কোরআন শোনো। তখন আমি সুরা সাফফাতের প্রথম থেকে পড়লাম, সে কষ্ট পেয়ে কাঁদতে লাগলো। এবং বললো আমি চলে যাবো... আমি বললাম
- তাহলে এখনি চলে যাও..
-- নাহ! যাবোনা!
এবার আমি সুরা জ্বিন শুরু থেকে পড়তে লাগলাম, সে বললো
- থামুন থামুন! আমি চলে যাচ্ছি। এরপর সে আসসালামু আলাইকুম বলে চলে গেলো।
.
ঘটনা-২: একজন মহিলা অসুস্থ ছিলো, তাকে আমার কাছে আনলে তার ওপর রুকইয়া করি, সুরা ফাতিহা শেষ হতেই জ্বিন কথা বলে ওঠে।
- তোমার নাম কি?
-- মুহাম্মদ
- তার মানে তুমি মুসলমান?
-- হ্যা
- তোমার সাথে আর কেউ আছে?
-- হ্যা, আরেক আছে..
- তাকে আসতে বলো। এরপর মহিলার মুখ দিয়ে অন্য জ্বিন কথা বলে উঠলো..
- তোমার নাম কি?
-- সুবহি
- মুসলমান?
-- না, আমি খৃষ্টান!
- বয়স কত তোমার?
-- ১৮
- কোনো যাদুকর এর কাজ করো?
-- হ্যা! দাসুক এলাকার একজনের কাজ করি
এরপর আমি তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম, সে কবুল করলো..
- এটা (কালিমা) কি তুমি শুধু মুখ দিয়ে বললা? নাকি অন্তর থেকেও?

-- অন্তর থেকে বলেছি। সে কাঁদতে লাগলো আর বললো, আমিতো অনেক জনকে কষ্ট দিয়েছি, এরপরেও কি আল্লাহ আমাকে মাফ করবে?
- হ্যা! তুমি বিশুদ্ধভাবে তাওবা করো, আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দিবে...
-- কিন্তু আমিতো অযু করতে জানিনা, নামায পড়তে পারিনা..
- কোনো মুসলিম জ্বিনের সাথে পরিচয় নেই তোমার?
-- না, আমি তো আগে চার্চে যাতায়াত করতাম। কোনো মুসলিমকে চিনিনা।
- তুমি আমাদের মসজিদে নামাজের সময় আসবে, তাহলে মুসলিম জ্বিনদের পাবে, তাদের কাছে তুমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে। সে আমার মমতামত গ্রহণ করলো... এরপর বললাম
- এখান থেকে গিয়ে কি আবার যাদুকরের কাজ করবে?
-- না, যাদু তো ইসলামে হারাম। আমি আর ওসব করবো না।
এরপর তার কাছে ওয়াদা নিলাম, এবং দুজনে আল্লাহর কাছে দুয়া করলাম যেন ইসলামের ওপর অটল থাকতে পারে। তারপর সে চলে গেলো। এবং প্রথম জ্বিন আসলো আবার... জিজ্ঞেস করলাম
- যা হলো এখানে, দেখেছো?
-- হ্যা! দেখেছি, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে দেখে ভালো লাগলো।
এরপর আমি তাকে চলে যেতে বললাম, এবং ওয়াদা নিলাম। এরপর সে চলে।গেলো।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য
.
[গ]
তৃতীয় ঘটনা: এক মহিলার হাতে প্রচণ্ড ব্যাথা ছিলো, ডাক্তার কোনো সমস্যা খুঁজে পায়নি। আমার কাছে আসলে আমি রুকইয়ার আয়াতগুলো পড়লাম, সে তখন হাতে অবশ ফিল করতে লাগলো। আমি তাকে কিছু সাজেশন দিলাম (গত পর্বের শুরুতে বলা হয়েছে) এবং দুই সপ্তাহ পর আবার দেখা করতে বললাম। ওই মহিলা দুই সপ্তাহ পর এলে আমি আবার রুকইয়াহ করলাম। এবার একটা পরী কথা বলে উঠলো! নাম যাইনাব বিন আব্দুল উজুদ.. জিজ্ঞেস করলাম
- তুমি মুসলমান?
-- হ্যা..
- রুকইয়াহ করলে মুসলাম জ্বিনের ওপরেও প্রভাব হয়?
-- হ্যা!
- কোন কোন সুরা পড়লে জ্বিনের কষ্ট পায়?
-- সুরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, সুরা জ্বিন
- আর সুরা বাকারা?
-- হ্যা, সুরা বাকার পড়লেও কষ্ট হয়, এটা জ্বালিয়ে দেয়!
- প্রথমবার এই মহিলা আমার কাছ থেকে যাওয়ার পর কি হয়েছিল?
-- আপনার পরামর্শ গুলো যখন মেনে চলছিল আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বিশেষত, সে কোরআন পড়লে আমার খুব কষ্ট হতো। আর বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করার কারনে আমি তার সাথে খেতেও পারছিলাম না। খানার মাঝে বিসমিল্লাহ বললেও যা খেয়েছি সব বমি হয়ে যেত!
- আচ্ছা! শয়তান আর জ্বিনের মাঝে পার্থক্য কি?
-- শয়তানরাও জ্বিন, তবে ওরা কাফের এবং খুব অবাধ্য....

- এখন একে এছেড়ে চলে যাও.. কোন দিক দিয়ে বের হবে?
-- মুখ দিয়ে। এরপর সে আসসালামু আলাইকুম! বলে চলে যায়...
.
[ঘ]
ঘটনা ৪: একজন অল্প বয়সি মেয়েকে জ্বিন ধরেছিলো, জ্বিন মাঝেমাঝে ওর মুখ দিয়ে কথা বলছিলো। আমি ওর বাসায় আসলাম এবং ছবি ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে বললাম, এবং মেয়েকে হিজাব পরাতে বলল। এরপর রুকইয়া পড়তে যাব, তার আগেই মহিলা জ্বিন (পরী) কথা বলে উঠলো। তখন আমি সুরা দুখানের কিছুটা পড়লাম। এরপর পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করলাম নাম কি? ধর্ম কি সাথে কেউ আছে?
-- নাম নাজওয়া, আমি মুসলমান, সাথে আমার আম্মু আছে, উনার নাম ফাতিমা!
- উনাকে আসতে বলো।
এরপর ওই পরীর মা কথা বললো, তার বয়স ছিল ৪০বছর.. আমি তাকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে যেতে বললাম। এবং জিজ্ঞেস করলাম এর আগে কারো ওপর আসর করেছেন?
-- হ্যা! আরো ৪জনের ওপর!
আমি উনাকে বুঝালাম, কেন মানুষকে কষ্ট দেয়া পাপ। এরপর তাওবাহ করে নফল নামাজ পড়ার নিয়ম শিখিয়ে দিলাম। এরপর সে ওয়াদা করে চলে গেলো। এরপর 'নাজওয়া' কথা বলে উঠলো.. জিজ্ঞেস করলাম
- তোমার বয়স কত?
-- ২০ বছর
- বিয়ে করেছো?
-- না, আমি নিয়াত করছি বিয়ে করবো না। ইবাদত - বন্দেগী করে জীবন পার করে দিব!
- ইসলাম এটা সমর্থন করেনা, তুমি একে ছেড়ে চলে যাও এবং পরহেজগার এজন জ্বিন খুজে বিয়ে করে নিও।
সে আমার পরামর্শ মেনে নিলো, এবং ওয়াদা করে চলে গেলো।
.
[ঙ]
এরপর কয়েকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলি..
১. একজন লোকের সাথে একটা মেয়ে জিন ঝামেলা করতো, তার ছেলে গিয়ে শাইখকে এটা জানায়। শাইখ বাসায় এসে লোকটির সাথে কথা বলেন, এবং উযু করে আসতে বলেন। এরপর তাকে রুকইয়া করলে মেয়ে জ্বিন কথা বলে ওঠে। উদ্ভট এক নাম বলে "স্টেথিরিয়স" বা এরকম কিছু.. ধর্মের কথা বললে চুপ থাকে, পরে বলে- 'আমি আসলে ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানিনা। আমরা জ্বিনের বিশেষ এক জাতি, যারা পানিতে থাকে। আমি লোহিত সাগরে থাকতাম..' কেন আসর করেছে জিজ্ঞেস করলে এরকম বলে-
"লোকটা বয়স যখন ২০বছর ছিলো তখন অন্য একজনকে ধরেছিলাম, এই লোক তখন না জেনে অহেতুক মুর্খের মত আমাকে পিটিয়েছে! এজন্য তখনই আমি তার ওপর আসর করি, তবে পরে তাকে আমার পছন্দ হইছে!" আমি রাতে তার সাথে থাকি.... ব্লা ব্লা ব্লা.....! (১৮+ ওয়ার্নিং!)
পরে ওকে ইসলাম গ্রহণ করে বললে ইসলাম গ্রহণ করে, এবং অনেক কাহিনীর পর বিদায় হয়।
.
২. এই ঘটনা শায়খের পরিচিত এক হাইস্কুল টিচার বর্ণনা করেছেন, শায়খ উনার ভাষায় নিজ বইয়ে এনেছেন। ১ মে ১৯৮৬ তে শায়খের একটা প্রোগ্রাম ছিলো, সেখানে উনি রুকইয়াহ বিষয়ে কিছু লেকচার দেন।

প্রোগ্রাম শেষে রাত্রে বেলা ৭-৮জন একসাথে বাড়ি ফিরছিলাম। যাওয়ার পথে একটা ছেলেকে বাসার বেলকনীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ওকে আমাদের দেখে ছেলেটা কেমন যেন ভয়ে চমকে ওঠে। বেলকনি থেকে লাফ অন্যদিকে লাফ দিতে চায়.. কিন্তু সাথের একভাই গিয়ে ধরে ফেলে। পরে দেখে তাকে জিন ধরেছে।
(এরপর অনেক লম্বা কাহিনী করে ওই ৭-৮জন মিলে জ্বিন ছাড়াইছে, ওদের কথার মধ্যেমধ্যে কিছু অংশ...)
- তুমি শাইখ ওয়াহিদকে ঘৃণা করো কেন?
-- আব্বু বলেছে উনি কোরআন দিয়ে জিনে চিকিৎসা করে, মানুষকেও শিখায়... এজন্য...!
.
- আজকে রুকইয়া নিয়ে লেকচারের সময় সেখানে কোনো জ্বিন উপস্থিত ছিল?
-- হ্যা! ১৫ জন ছিলো!!!
.
- তুমি তাহলে ইসলাম গ্রহণ করো...
-- আচ্ছা! আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিন..
- অমুক অমুক দিন নিয়মিত আমাদের মসজিদে বিভিন্ন আলেমরা বয়ান করেন.. ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমিও আসতে পারো...
-- আচ্ছা আসবো!!
আমি জানতে চাই..
.
৩। এক মহিলা খুব অসুস্থ ছিলো, তার স্বামী অনেক ক্লিনিকে দৌড়াদৌড়ি করেও কোনো সুরাহা খুজে পায়নি। পরে আমার (শায়খ ওয়াহিদ আব্দুস সালাম এর) কাছে নিয়ে আসে, আমি রুকইয়াহ করি। এরপর বেশ ভারি এক কন্ঠ কথা বলে ওঠে।
- নাম কি তোমার?
-- ইয়ুহান্না!
- তুমি কি খ্রিষ্টান?
-- হ্যা!
- এই মুসলিম মহিলাকে কেন ধরেছ?
-- এই মহিলার জন্য আমার ছেলে মুসলমান হয়েছে, তাই প্রতিশোধ নিতে এসেছি!
- মুসলমান হয়েছে তো প্রতিশোধ নেয়ার কি আছে এখানে?
-- কারণ আমি খ্রিষ্টান জ্বিনদের চার্চের প্রিস্ট (পাদ্রী) আমার ছেলে ইসলামে কনভার্ট হয়েছে এটা আমার জন্য সহ্য করা কষ্টকর...
এরপর শায়খ উনাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝায়, জ্বিনটা কোরআন শুনতে চায়। শায়খ সুরা মায়েদা ৮২-৮৫ আয়াত পড়ে শোনান, আয়াতগুলো আসলেই খৃষ্টানদের কনভিন্স করার মত.... কমপক্ষে দুটি আয়াতের অর্থ এখানে না বললে ঘটনার স্বাদ অপূর্ণই থেকে যাব..
.
(৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৮৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত

করে নিন।

শায়খের তিলাওয়াত শুনে জ্বিনটা কাঁদতে লাগে, এবং বলে কোরআন সত্য! আপনি সত্য বলছেন....

অনেক লম্বাচওড়া ঘটনা। শেষে ওই পাদ্রি জ্বিনটা নিজেও মুসলমান হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর ছেলেকে কাছে ডেকে নিয়ে চলে যায়।

.

.

আল্লাহ রহমতে জ্বিন সিরিজ সমাপ্ত...

(কিছুদিন পর আমার পরিক্ষা, এজন্য ব্ল্যাক ম্যাজিক সিরিজ এখনই শুরু করা সম্ভব হবে না.. আল্লাহ বাচিয়ে রাখলে মাস দেড়েক পর রুকইয়াহ সিরিজ আবার কন্টিনিউ হবে। ইনশাআল্লাহ!)

আমার জন্য দু'আ করবেন...

ওয়াসসালামু আলাইকুম!

অধ্যায়-৩: কালো যাদু বিষয়ক

জাদুর চিকিৎসার কিছু পদ্ধতি
- বিন বায রহ.

Q. What is the treatment for someone who has been affected by sihr (magic or witchcraft, including spells aimed at causing hatred or love)? How can the believer save himself from this or avoid being harmed by it? Are there any du’as or dhikrs (supplications or words of remembrance) from the Quran or Sunnah (prophetic teachings) for these things?

.

.

Answer: Praise be to Allah

There are different kinds of treatment:

.

1 – He can look at what the sahir (person who practices sihr/magic) has done. For example, if he has put some of his hair in a place, or in a comb, or somewhere else, if it is discovered that he has put it in such-and-such a place, it should be removed and burnt or destroyed. This will cancel out what has been done and will foil the intentions of the sahir.

.

2 –The sahir should be forced to undo what he has done, if his identity is known. It should be said to him, “Either you undo what you have done, or you will be executed.” After he has undone it, he should still be executed by the authorities, because the sahir should be killed without being asked to repent, according to the correct view. This is what was done by ‘Umar (may Allah be pleased with him), and it was narrated that the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) said: “The punishment of the sahir is to strike him with the sword (i.e., execute him).” When Hafsah Umm al-Mu’mineen (may Allah be pleased with her) found out that a slave woman of hers was dealing with sihr, she killed her.

.

3 – Reciting Quran, for it has a great effect in removing (the effects of) sihr. Ayat al-Kursiy,

the ayahs (verses) of sihr from Surat al-A’raf, Surat Yoonus and Surat Ta-Ha, Surat al-Kafirun, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq and Surat al-Naas should be recited over the person who has been affected by sihr, or into a vessel. Dua should be made for healing and good health; in particular the du’a which has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him):

“Allahumma Rabb al-Nas, adhhib al-bas washfi, anta al-Shafiy, la shifa a illa shifa uka, shifa an la yughadiru saqaman" (O Allah, Lord of mankind, remove the evil and grant healing, for You are the Healer. There is no healing except Your healing, which does not leave any sickness).

One may also recite the words used by Jibreel (peace be upon him) when he treated the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) with ruqyah:

“Bismillah urqeek, min kulli shay in yu dheek, wa min sharri kulli nafsin aw ‘aynin hasidin Allah yashfeek, bismillah urqeek" (In the name of Allah I perform ruqyah for you, from everything that is harming you, from the evil of every soul or envious eye may Allah heal you, in the name of Allah I perform ruqyah for you).

This should be repeated three times, as should the recitation of Sura ikhlas, falaq and naas.

He may also recite the above into water, some of which should be drunk by the person who has been affected by sihr, and he should wash with the rest, one or more times as needed. This will remove the sihr by Allah’s leave. This was mentioned by the scholars (may Allah have mercy on them), and by Shaykh ‘Abd al-Rahman ibn Hasan (may Allah have mercy on him) in Fath al-Majeed Sharh Kitab al-Tawheed, in (the chapter entitled) Bab Ma ja a fi’l-Nushrah, and by others.
.
4 – He can take seven green lotus leaves, grind them up, and put them into water, then recite into it the ayahs and surahs (verses and chapters) mentioned above, and the du’as. Then he can drink some and wash with the rest. This is also useful for treating a man who is being kept from having intercourse with his wife. Seven green lotus leaves should be placed in water, the verses referred to above should be recited into it, then he should drink from it and wash with it. This is beneficial, by Allah’s leave.
.
The verses which should be recited into the water and the lotus leaves for those who have been affected by sihr and the one who is being prevented from having intercourse with his wife because of sihr are as follows:

1- Surat al-Fatihah

2- Ayat al-Kursiy from Surat al-Baqarah [2:255]

3- The verses from Surat al-A’araf, which are as follows:
from
قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ
to
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
[7:106-122]

4- The verses from Surat Yoonus, which are as follows (interpretation of the meaning):
from
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي
to
نَوَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُو
[10:79-82]

5- The verses from Surat Ta-Ha, which are as follows:
from
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ
to
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
[20:65-69]

6- Surat al-Kaafirun, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq and Surat al-Nas to be recited three times.

8- Reciting some of the du’as prescribed in sharee’ah, such as:
“Allaahumma Rabb al-Nas, adhhib al-ba s wa’shfi, anta al-Shafiy, la shifa a illa shifa uka, shifa an la yughadiru saqaman"
.
If the above verses etc. are recited directly over the person who has been affected by sihr, then the reciter blows on his head and chest, these are also among the means of healing, by Allah’s leave, as stated above.

Source: Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li Samaahat al-Shaykh ibn Baaz , vol. 8, p. 144

শেষ অধ্যায়: রুকইয়াহ বিষয়ে..

রুকইয়াহ কী? এব্যাপারে শরিয়াতের বিধান কী?

[ক.]
রুকইয়াহ মানে কী?
রুকইয়াহ অর্থঃ ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, তাবিজ... ইত্যাদি। আর রুকইয়াহ শারইয়্যাহ মানে শরিয়াত সম্মত রুকইয়াহ। তবে রুকইয়া শব্দটি সচরাচর ঝাড়ফুঁক করা বুঝাতে ব্যাবহার হয়, এই ঝাড়ফুঁক সরাসরি হতে পারে, অথবা কোনো পানি বা খাদ্যের ওপর করে সেটা ব্যাবহার হতে পারে। সবগুলোই সালাফ থেকে প্রমাণিত।
.
আমাদের লেখাগুলোতে রুকইয়াহ শোনার কথা এসেছে/আসবে বারবার, সেটা হচ্ছে কোরআন যেসব আয়াত ঝাড়ফুঁক এর জন্য বেশি ইফেক্টিভ সেসবের রেকর্ড ফাইল। তিলাওয়াতের রেকর্ড শোনা যদিওবা সরাসরি শোনার মত প্রভাব ফেলে না, তবুও এটা যথেষ্ট উপকারী এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের উপহাদেশে এর প্রচলন কম, আরব দেশগুলো এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মুসলমানদের মাঝে এটা খুব প্রসিদ্ধ।
.
এবিষয়ে শরয়ী বিধানের সারকথা হচ্ছে- "কোরআনের আয়াত বা হাদীসে বর্ণিত দু'আ নিজে পড়া, সেটা দ্বারা ঝাড়ফুঁক

করা, লিখে বাচ্চাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া জায়েজ। তবে এক্ষেত্রে আকিদা সহীহ রাখতে হবে, দু'আ ঝাড়ফুঁক এর কোনো ক্ষমতা নাই, এসব আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার একটা পন্থা মাত্র.."

.

[খ.]

আসুন এবার দলিল-আদিল্লাহ দেখা যাক, এখানে উল্লেখিত অনেক হাদিস আমরা ইতিমধ্যে রুকয়া সিরিজে আলোচনা করেছি।

একজন বান্দি আয়েশা রা. এর কাছে এসেছিলো ঝাড়ফুঁক এর জন্য, এমতাবস্থায় রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। তখন ওই বান্দিকে দেখে রাসুল সা. বললেন- "কোরআন দ্বারা এর চিকিৎসা করো!" (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬২৩২)

.

সহীহ বুখারিতে এরকম একটা ঘটনা আছে যেটায় উম্মে সালামা রা. এর ঘরে একজন মেয়ে এসেছিল, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে ছিল। রাসুল সা. দেখে বললেন- "এ বদনজর আক্রান্ত হয়েছে, এরজন্য রুকয়া/ঝাড়ফুঁক করো"

.

এখানে রাসূল সা. কোনো নিয়ম ধরে বেঁধে দেননি যে কিভাবে করবে না করবে। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি এব্যাপারে প্রশস্ততা আছে।

.

দ্বিতীয় হাদিসটা বেশ লম্বা, আগেও এর আলোচনা হয়েছে। হাদিসের সারকথা হচ্ছে-

"কতক সাহাবী জিহাদ থেকে ফেরার পথে রাতে এক যায়গায়, সেখানে এক বেদুইন গোত্রের বসতি ছিল। তাদের মেহমানদারী করতে অনুরোধ করলে তারা অস্বীকার করে। পরে সাহাবিরা নিজেরাই তাবু-টাবু টাঙ্গিয়ে ব্যবস্থা করে নেন। ঘটনাক্রমে বেদুঈনদের সর্দারকে বিচ্ছু কামড়ায়, তখন ওরা সাহাবিদের কাছে হেল্প চায়। এবার সাহাবিরা পারিশ্রমিক ছাড়া রাজি হয়না, পরে একপাল ভেড়া দেয়ার শর্তে সাহাবাদের একজন ওই সর্দারকে ঝাড়ফুঁক করলে সে সুস্থ হয়ে যায়। পরে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ হবে কিনা এব্যাপারে নিশ্চিত হতে মদিনায় ফেরার পর রাসূল সা.-কে ঘটনা জানায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ঘটনাতো এরকম আমি সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়েছিলাম, এর বদলায় পারিশ্রমিক হিসেবে এগুলা নিলে কি জায়েজ হবে?

রাসুল সা. ঘটনা শুনে হাসলেন, বললেন- তুমি কিভাবে বুঝলে যে, এটি (সূরা ফাতিহা) একটি রুক্বইয়াহ!! আচ্ছা, তোমরা এগুলো (ভেড়া) বন্টন করে নাও এবং সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রেখো।

- (বুখারি হাদিস নং ২১৩২, এছাড়া মুসলিম, তিরমিযি, আহমাদ ইত্যাদি অনেক কিতাবে হাদিসটি আছে)

.

এখন এখানে আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে, সাহাবাদের ট্যালেন্ট দেখে আর কোরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে দেখে রাসূল সা. খুশি হয়েছেন। আর রাসূল সা. এর কথা "তুমি কিভাবে জানলে এটা রুকয়া?" এথেকে বুঝা যায় রাসূল সা. ঝাড়ফুঁকের জন্য সুরা ফাতিহার কথা স্পেসিফিকভাবে সাহাবাদের বললেননি, বরং আগের হাদিসের মত এখানেও প্রশস্ততা রেখেছিলেন।

এই হাদিসে অনেক কিছু শেখার আছে, ইমাম বুখারী রহ. শুধু এই হাদিসই অনেকবার এনেছেন।

.

[গ.]

বুখারীতে 'তাগুতের অত্যাচার সহ্য করার প্রতিদান" অধ্যায়ের পর থেকে "কোমল হওয়া" অধ্যায়ের আগে পর্যন্ত

ঝাড়ফুঁকের অনেকগুলো অধ্যায় আছে, সেখানে রাসূল সা. যেসব দু'আ পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

.

সেখানে কোনো হাদিসে দেখবেন- সাহাবারা কাউকে ঝাড়ফুঁক করেছে, কখনো রাসূল হুকুম দিয়েছে করতে, রাসূল সা. দোয়া পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে নিজ শরীরে বুলিয়ে নিয়েছেন, জিবরীল আ. বিভিন্ন দু'আ পড়ে রাসূল স.কে ঝাড়ফুঁক করেছেন, শেষ সময়ে রাসূল সা. যখন অনেক অসুস্থ ছিলেন তখন আয়েশা রা. বিভিন্ন সুরা বা দো'আ পড়ে রাসূল সা. এর হাতে ফু দিয়ে সেই হাত রাসূল সা. এর শরীরে বুলিয়ে দিতেন। আগ্রহীরা চাইলে অধ্যায়গুলো মুতালা'আ (স্ট্যাডি) করতে পারেন।

.

এসবই বৈধ, ইসলাম যে ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছে আমাদের অধিকার নাই সেটা সংকীর্ণ করার।

.

[ঘ.]

আচ্ছা প্রথমে যে হাদিসটা উল্লেখ করেছিলাম, ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান রহ. হাদিসটা বর্ণনা করার পর নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, উনি বলছেন-

"রাসুল সা. কোরআন দ্বারা চিকিৎসা করো বলতে হয়তো বুঝিয়েছেন কোরআন যেভাবে চিকিৎসা করা বা ঝাড়ফুঁক করা বৈধ বলছে সেভাবে করো। জাহিলিয়্যাতের যামানায় বিভিন্ন শিরকি তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা হতো, এর বিপরীতে রাসুল সা. কোরআন যা জায়েজ বলে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে উৎসাহ দিয়েছেন।"

.

এতগুলো হাদিস এরপর মুহাদ্দিসিনে কিরামের মন্তব্য দেখে আমরা বুঝতে পারছি এব্যাপারে যারা এখন আপত্তি করছে তারা নিসন্দেহে ভুঁইফোড় কোনো বিদআতি শায়খের কথায় বিভ্রান্ত হয়েছে। এজন্য ইসলাম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করছে!

তাওহিদ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক জ্ঞানই নেই।

.

সহিহ মুসলিম শরিফের হাদিসে আছে- "রাসূল সা. এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি সুরা ফালাক আর সুরা নাস পড়ে ফুঁ দিতেন।"

এখন কেউ যদি বলে ঝাড়ফুঁক করা শিরক নিঃসন্দেহে সে রাসুল সা. এর ওপর শিরকের অপবাদ দিলো।

.

[ঙ.]

শেষকথাঃ রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে উলামাদের মতামতের সারকথা হচ্ছে- যদি ঝাড়ফুঁকে শিরকি কিছু না থাকে তাহলে সেটা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে সতর্কতাবশত কোরআন এর আয়াত অথবা দু'আয়ে মাসুর (যা হাদিস বা আসারে সাহাবায় আছে) এসব দ্বারা করা উত্তম।

.

দলিল হিসেবে একটি হাদিস উল্লেখ করা যায়, হাদিসটি মুসলিম শরিফের।

"...আওফ ইবনু মালিক আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তাই আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার কাছে পেশ করতে থাকবে, যদি তাতে শিরক না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ইফাঃ ৫৫৪৪, ইসলাম ওয়েব ২২০০)

এটা হলো ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের বিধান, যে রাসুল সা. জাহেলি যুগের মন্ত্র দিয়েও ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। শর্ত হচ্ছে, তাতে যেন শিরক না থাকে। ব্যাস!

.

সবচে বড় কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

""আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা এবং রহমত। আর জালেমদের জন্য তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়!"

এখন আল্লাহর কথা অনুযায়ী যদি কোরআন তিলাওয়াত করে কেউ যদি উপকার পায়, তাহলে অবশ্যই অন্যকে উপদেশ দিবে।

কারণ রাসূল সা. বলেছেন- "মঙ্গলকামনাই হচ্ছে দ্বীন!" (বুখারী ও মুসলিম)

.

.

লেখাটা আসলে গত ডিসেম্বরের, পরে বেশ কিছু এডিট করা হয়েছে। তাই 'জনৈকের' পরামর্শ অনুযায়ী আবার পোস্ট করা উপকারী মনে হলো।

এবিষয়ের অন্যান্য লেখাগুলো পড়তে কমেন্টের লিংক অনুসরণ করুন..

#রুকয়াহ_আশ_শারইয়্যাহ'
(শরয়ীভাবে ঝাড়ফুঁক করা)

#রুকয়া আরবি শব্দ অর্থ ঝাড়ফুঁক/রোগ মুক্তির জন্য যা পড়া হয়।
হাদিসে রুকয়া শব্দে ঝাড়ফুঁক এর কথা এসেছে।
আর ঝাড়ফুঁক হলো কুরআনের আয়াত বা হাদিসে বর্নিত দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া।
মূলত কুরআনের আয়াত বা দোয়া পড়ে ফুঁ দেওয়া/পড়া/শুনার দ্বারা বদ নজর, যাদু টোনা/রোগ ব্যাধি ইত্যাদির চিকিৎসা করাই রুকয়া।

#কুরআনেই_সব_রোগের_সমস্যার_ঔষধ_আছে।
কিছু হলেই ডাক্তার কবিরাজের কাছে না ছুটে
সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কালাম দ্বারা চিকিৎসা করে দেখা উচিত।
ডাক্টার এর দুনিয়াবি ঔষধ এর ওসিলায় রোগ ভালো করতে পারলে আল্লাহ তার পবিত্র কালামের ওসিলায় রোগ ব্যাধি ভালো করবেন না কেন!!!

তিনি নিজেই তো কুরআনে বলেছেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ

(বনী-ইসরাঈল - ৮২)
"আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত"

-হাদিসে আছে-
উম্মু সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারা মলিন। তখন তিনি বললেনঃ তাকে রুকয়া করাও, কেননা তার উপর নযর লেগেছে।
(সহিহ বুখারী)

-অপর এক হাদিসে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ননা করেন-
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারনে রুকয়া করার জন্য অনুমতি দেন।
(সহিহ বুখারী)

#রুকয়ার_চিকিৎসা_কারা_করবেন
যে কোন রোগ ব্যাধি, মানষিক সমস্যার জন্য
রুকয়ার ট্রিটমেন্ট করা যায়।
যাদের সমস্যা এম্নিতে ভালো হয়না।
বিশেষ করে যাদু টোনা বদ নজর কাটানোর জন্য আল্লাহর কালাম একমাত্র ঔষধ ....'
যাদু টোনা করা হলে বা বদ নজর লাগলে অনেকেই টের পায়না...
দেখা যায় দীর্ঘ দিন কারো বিয়ে আটকে আছে।
কিংবা কারো সংসারে মনোমালিন্য হচ্ছে।
কেও হয়তো অসুস্থতায় ভুগছে যা ডাক্টার দেখিয়েও ভালো হচ্ছেনা....
কারো অস্থিরতা চিন্তা খুব বেশি হয়।
কোন কিছুতে শান্তি পায়না।
কারো চেহারা সুরত বা স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে....
এসব ক্ষেত্রেই হয়তো তাকে কোন খারাপ যাদু টোনা /তাবিজ করা হয়েছে কিংবা কারো বদ নজর লেগেছে।
কিন্তু সে তা বুঝতে পারছেনা।
সো করনীয় হলো যার যেই সমস্যা বা রোগ ব্যাধি আছে তার জন্য রুকয়া শুনা শুরু করুন....
যদি প্রভাব টের পান তাইলে কন্টিনিউ করবেন।
এটার দ্বারা উপকার আপনি পাবেন ই ইনশাআল্লাহ।
সাধারন রোগব্যাধি বা মানষিক সমস্যা দূর হবে।
আর প্রভাব টের না পেলে শুনা জরুরি না।
তবে তখন ও শুনতে পারেন
অন্তত কুরআনের আয়াত শুনতে শুনতে অন্তর এ
কুরআনি প্রভাব পড়বে অবশ্য ই ...
ঈমানি জযবা বাড়বে 💜

#রুকয়ার_প্রভাব_টের_পাওয়া_
যাদের যাদু টোনা বা বদ নজর এর সমস্যা থাকে তারা রুকয়ার আয়াত শুনতে বা পড়তে গিয়ে অনেক সমস্যা টের পায়....
আমার এক বান্ধবির শারীরিক মানষিক অবস্থা খারাপ অনেক দিন ধরেই।
তাবিজ করা হয়েছে বুঝতে পেরে রুকয়ার কিছু আয়াত সুরা নামিয়ে ওকে শুনতে দিয়েছিলাম।
দুইদিন হলো শুনা শুরু করেছে...
তারপর হতেই সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
কোন কারন ছাড়াই সারা শরীরে ব্যাথা, ব্যাথায় মাথা ছিড়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

ফোন করে বেচারি বল্লো সে রুকয়া শুনতে চাইছেনা, শুনতে নিলেই মাথা খুব ভার হয়ে যায়,
প্রচণ্ড অস্থির লাগে...
মাথা ছিড়ে যাবে মনে হয়....
আর শরীর ব্যাথা তো আছেই!
তাকে বুঝালাম যে এখন কস্ট হবেই।
সব সময় ভালো থাকার জন্য এখন এটুকু কস্ট ব্যাথা সহ্য করেই রুকয়ার ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যেতে হবে।
যেসব শায়েখ/আলেমরা রুকয়ার ট্রিটমেন্ট করেন তারা এটা বলেই দেন যে_ রুকয়া শুনতে গেলে নানা রকম কস্ট/অশান্তি হতে পারে।
শরীর খুব দুর্বল হওয়া,ব্যাথা বেদনা বেড়ে যেতে পারে।
কারো খুব বমিও হতে পারে।
কারন রুকয়ার দ্বারা শরীরে থাকা জ্বীন শয়তান বা বদ নজর/কুফরী কালামের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে...
ফলে তার ঝড় শরীরের উপর ই বয়ে যায়।
এ ক্ষেত্রে যত কস্টই হোক আর রুকয়া শুনতে যত অসহ্যই লাগুক।
মন দিয়ে শুনতে হবে।
শয়তানকে জয়ী হতে দিলে চলবেনা।

#রুকয়া_দ্বারা_উপকার_পেতে_আলেম_শায়েখদের_মতে_কিছু_কাজ_করা_জরুরি...
১- ৫ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক ভাবে পড়া।
২- সকাল সন্ধ্যার দোয়া/জিকির সমূহ নিয়মিত পড়া।
বিশেষ করে রাতে সূরা মুলক পড়া,ঘুমের আগে সূরা বাকারার লাস্ট দুই আয়াত।
আয়াতুল কুরসি পড়া,এবং চার কুল পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত সারা শরীরে মাসেহ করে ঘুমানো।
আর মাগরীবের সময় সুরা হাশরের লাস্ট তিন আয়াত।
সুরা বাকারার প্রথম ৫ আয়াত।
আয়াতুল কুরসি পড়া উচিত।
২- ঘরে মানুষ বা অন্য প্রানীর ছবি টাঙ্গানো থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
৩- টিভি দেখা/গান শুনা হতে বিরত থাকা।
৪- মেয়ে হলে পর্দা করা।
৫-ঘরে যথাসাধ্য শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা।
৬- যথা সম্ভব গুনাহ হতে বেচেঁ থাকা।
বিশেষ করে পিতা মাতার মনরক্ষা করে চলা।
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

#রুকয়ার_দ্বারা_চিকিৎসার_পদ্ধতি_কিরুপ_হবে_এ_ব্যাপারে_আলেমদের_মত_হলো-
রুকয়া অর্থাৎ ঝাড়ফুঁক এর আয়াত সমূহ নিয়মিত প্রতিদিন দুইবেলা এক ঘন্টা করে দুই ঘন্টা
অথবা অন্তত একবেলা এক ঘন্টা পাঠ করতে হবে অথবা ক্বারীদের এসব আয়াতের তেলাওয়াত ক্যাসেট এ বা মোবাইল এ জোরে ছেড়ে বা তা না পারলে আস্তে ছেড়ে শুনতে হবে....
উত্তম হলো পড়া এবং শুনা দুইটাই করা।
তবে নিজে পড়তে না পারলে নিয়মিত শুনবে।
বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের পাশে প্লে করে রেখে দিবে।
অন্যের জন্যে চাইলে তার নিয়তে নিজেও শুনা যায়।
যত বেশি শুনা হবে উপকারের আশাও ততবেশি।

যত কস্টই হোক মনোযোগ সহকারে পড়লে বা শুনলে ইনশাআল্লাহ জাদু টোনা/বদ নজর,রোগব্যাধি ইত্যাদি কেটে যাবে।
উচিত হলো প্রথম বার শুনার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে ইস্তিগফার পড়ে আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দুয়া করে তারপর রুকয়া শুনতে শুরু করা।

#আলেমদের_মতে_রুকয়া_শুনে_উপকার_পাওয়ার_জন্য_৩টি_শর্ত -
১। নিয়্যাত
২। ইয়াক্বিন
৩। মেহনত
_নিয়্যাত : প্রথমত সাধারণ নিয়ত করবেন, মনে মনে দুয়া করে নিবেন 'আল্লাহ তোমার জ্ঞানে আমার যত সমস্যা আছে সব সমাধান করে দাও'
এরপর খাসভাবে আপনার সমস্যার নিয়ত করবেন, যেমন যদি অসুখ ভালো না হয় তাহলে সেটার নিয়্যত করবেন,
যাদু টোনা করা হলে যেন তা কেটে যায় নিয়ত করবেন।
নিয়ত বলতে, মনে স্পষ্ট ইচ্ছা রাখা; যেমন: আমার অনেকদিনের মাথাব্যথা, এটা যেন ভালো হয় এরজন্য শুনছি।
_ইয়াক্বিন : ইয়াক্বিন হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস রাখা, আল্লাহর কালাম শুনছি, আল্লাহ বলেছে এতে শিফা আছে, আমার সমস্যা অবশ্যই ভালো হবে
_মেহনত : যত দিন লাগুক আর যত কস্ট ই হোক শুনতে! মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য নিয়ে শুনে যেতেই হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবেনা।

#রুকয়ার_চিকিৎসায়_ভালো_হওয়ার_নির্দিষ্ট_সময়সীমা_নেই_
কবে ভালো হবে এটা বলা যায়না।
কারো ক্ষেত্রে ১ মাস ও লাগতে পারে কারো ক্ষেত্রে ৬ মাস ও লাগতে পারে।
যত দিন ই লাগুক আল্লাহর উপর আস্থা বিশ্বাস রেখে নিয়মিত রুকয়ার আমল চালিয়ে যেতে হবে।
ফল আল্লাহ দিবেন ই ইনশাআল্লাহ 💜
এটা অনেক পরীক্ষিত আমল।

#রুকয়ার_আয়াত_সমূহ-
- - - - -
* সূরা ফাতিহা ।
* বাকারা ১-৫
* সূরা বাকারা ১০২-১০৩।
* বাকারা ১৬৩-১৬৪
* আয়াতুল কুরসি।
* বাকারা ২৮৪-২৮৬
* সূরা আল ইমরান ১৮-১৯।
* সূরা আরাফ ৫৪-৫৬
* সূরা আরাফ ১১৭-১২২।
* সুরা ইউনূস ৮১-৮২
* সূরা ত্বহা ৬৯।

* সূরা মূমিনুন ১১৫-১১৮
* সূরা সাফফাত ১-১০।
* সূরা আহকাফ ২৯-৩২
* সূরা আর রহমান ৩৩-৩৬।
* সূরা হাশর ২১-২৪
* সূরা জ্বীন ১-৯।
* সূরা ইখলাস।
* সূরা ফালাক্ব।
* সূরা নাস।

১-#বিশেষ ভাবে যাদু টোনার জন্য অধিক কার্যকরী -
সুরা ফাতেহা।
চার কুল।
সূরা ইয়াসিন।
সূরা বাকারা ১ থেকে ৫ নং আয়াত।
২৫৫ নং আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসি।
২৮৪ থেকে ২৮৬ নং আয়াত।
সূরা আরাফ ৫৪ থেকে ৫৬ নং আয়াত।
সুরা ইউনুস ৮১ থেকে ৮২ নং আয়াত।

২-#বদনজর এর জন্য অধিক কার্যকরী হলো-
সুরা ফাতিহা।
চার কুল।
সুরা হুমাযাহ।
সূরা কলম - ৫১ নং আয়াত।
সূরা আরাফ - ৩১-৩২
৫৪-৫৬ নং আয়াত।
সূরা মূমিন - ৫৭ নং আয়াত।
সূরা মুলক - ৩-৪ নং আয়াত।

(#সব রুকয়া না ডাউনলোড করতে পারলে যাদুর জন্য ১নং আর বদ নজর এর জন্য ২নং অন্তত ডাউনলোড করে শুনলে বা পড়লেও হবে ইনশাআল্লাহ
এবং এগুলা পড়ে বদ নজরে/যাদু টোনায় আক্রান্ত ব্যাক্তিকে ফুঁ দিবে পারলে।
এবং পানিতে ফুঁ দিয়ে পানি খাওয়াবে।)

#আর রুকয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে ফজরের পর এই দোয়া ১০০ বার পড়তে হবে।
১০০ বার না পড়তে পারলে অন্তত ১০ বার পড়বে অবশ্যই।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(অর্থ-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান)

উচ্চারণ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইং ক্বদির।
[আবূ দাউদ, নং ৫০৭৭;বুখারী, ৪/৯৫, নং ৩২৯৩]

*এ ছাড়া ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর তিন বার করে পড়া উচিত-
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
(আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।)

উচ্চারণ - আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্বা।
(নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৫৯০,সহীহুত তিরমিযী ৩/১৮৭)

*এবং
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(আল্লাহ্‌র নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।)

উচ্চারণ - বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা‘আ ইস্‌মিহী শাইউন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী‘উল ‘আলীম
(আবূ দাউদ, হাদিস নং ৫০৮৮; তিরমিযী, নং ৩৩৮৮)

(#বিঃদ্র - হায়েজ/নেফাস অবস্থায় রুকয়া শুন্তে পারবে।
দোয়া হিসেবে চার কুল আয়াতুল কুরসি ও পড়তে পারবে।
এবং সকাল বিকালের নির্ধারিত দোয়াও পড়বে।
আরেকটি কথা হল যাদের জ্বীনের সমস্যা আছে তার প্রথমেই রুকয়া না শুনাই ভালো
তারা আগে এসবের তদবির করেন এমন ভালো আলেমের সাথে যোগাযোগ করবেন)

#আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ কারী সুদাইসির কিরাত।
যার কিরাত ভালো লাগবে...
তারটাই ডাউনলোড করে শুনবেন।
#রুকয়ার ডাউনলোড লিংক দিয়ে দিচ্ছি
http://talimtube.blogspot.com/20…/…/download-ruqyah-bn.html…

#প্লে স্টোর হতে ডাউনলোড করতে
Download the FREE android app Ruqya: https://play.google.com/store/apps/details…

#অনেক আপুরাই বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন।
যাদু টোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।
রুকয়ার ব্যাপারে ক্লিয়ার নন।
তাদের জন্য রুকয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত লিখা পড়ে তা সহজ ভাবে লিখে জানানোর সামান্য এই প্রয়াস আমার।
অনেকের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ ।
Jumana Puspo

রুকইয়া বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা...

[ক]

দুইটা বিষয়ে এর আগে কয়েকবার সাবধান করেছি, আজ আবার পরিষ্কার ভাষায় বলছি-

.

১। ইউটিউব থেকে রুকইয়া শুনবেন না, এজন্য অনেকগুলো খারাপ রিপোর্ট এসেছে। এজন্য আগেই সাবধান করছি, পরে দুর্ঘটনা হলে কান্নাকাটি করে লাভ নাই।

(বিস্তারিত এখানে দেখুন- https://facebook.com/thealmahmud/posts/1262546057168255)

.

২। জ্বিনের সমস্যার জন্য যদি আপনি রুকইয়া শুনে থাকেন তবে এই মুহুর্তেই বন্ধ করুন! জ্বিনের সমস্যায় সরাসরি ট্রিটমেন্ট না করে, শুধু রুকইয়া শুনলে সমস্যা আরো বাড়তে পারে।

You have been warned!

লক্ষণীয়ঃ আমি রুকইয়া শুনতে নিষেধ করিনি, বরং জ্বিনের সমস্যার জন্য শুনতে মানা করছি। ভুল বুঝবেন না প্লিজ!

.

[খ]

কদিন থেকে প্যারানরমাল টিপসের একটা পোস্ট প্রচুর কপি-পেস্ট হচ্ছে, সেটার শুরুটা এরকম- "রাতের বেলা কেউ আপনাকে ফলো করছে মনে হলে পেছনে তাকাবেন না, ঘাড় মটকে দিতে পারে.. ব্লা ব্লা.." অনেকে ইনবক্সে লেখাটি দিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন, অহংকার করছি না.. আমার মতামতও মানুষ জানতে চায় ব্যাপারটা ভেবে মজাই পেয়েছি! যাহোক, লেখাটির ব্যাপারে আমার মন্তব্য এরকম..

১। হামবড়া ভাবওয়ালা কোনো লেখকের লেখাই আমার পছন্দ না। নিজেকে 'আপার লেভেলের' লোক ভাবে, অন্যের সাথে এরকম মুডে কথা বলে যেন সে ঈশ্বর বনে গেছে! এরকম লোকদের আমি দুই চোক্ষে দেখতে পারিনা। তার লেখায় ভালো কিছু থাকুক বা না থাকুক! প্রেজেন্টেশন অনে-ক বড় একটা বিষয়..

প্রথমত: এজন্য 'ওই' লেখাটা আমার চরম অপছন্দের ঠেকেছে।

২। সম্ভবত কোনো চ্যাট গ্রুপে এব্যাপারে বললাম 'ভাই দুনিয়াটা এত সোজা না' জ্বিনভুতের গল্প লেখা আর এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করার মাঝে বহুত ফারাক আছে। (একজন ভালো আলেম এবং একজন সাইক্রিয়েটিস্টের সাথে পরিচয় না থাকলে, প্যারানরমাল টপিকে আপনার আগ্রহ কমিয়ে ফেলা উচিত)

৩। শেষ কথা হচ্ছে, লেখাটা আমার ভালো লাগেনি। ইসলাম নিয়ে মন্তব্য করার আগে ভালোভাবে জেনে তারপর মন্তব্য করতে হয়। নিঃসন্দেহে ওই লেখায় বাড়াবাড়ি আছে, ভিত্তিহীন মনগড়া কথাবার্তা আছে। লেখাটায় যেভাবে চোখ বুজে দোয়াকালাম পড়ার কথা বলেছে তা আমার কাছে 'ঠাট্টা অথবা বাচ্চামি' মনে হয়েছে। রেটিং - ১/১০

.

[গ]

অনেকে রুকইয়া বিষয়ে লেখা প্রথম সিরিজের লিংক চান, যেখানে আমি মুম্বাইয়ের একজন আলেমের লেকচার ভাবানুবাদ করেছিলাম।

.

আমি দুঃখিত, সেখানে বেশ কিছু অতিরঞ্জন ছিলো। এজন্য লেখাগুলো only me করে রাখতে বাধ্য হয়েছি। যারা লেখাগুলো কপি করেছেন, ডিলিট করে দিলে ভালো হয়।

তবে বর্তমানে চলমান সিরিজ আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। (কিছুদিন পর আবার কন্টিনিউ হবে ইনশাআল্লাহ)

.

[ঘ]

'শুধু রুকইয়ার অডিও শুনেই যিন্দেগীর সকল মুশকিল আসান হয়ে যাবে' এরকম ধারণা মাথায় থাকলে এখনি ঝেড়ে ফেলুন। বাস্তববাদী হউন।

অনেক সমস্যার ক্ষেত্রে এটা সহজ একটা ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে, তবে এটাই সব না।

'সব কিছুর জন্য শুধু অডিও রুকইয়া শোনা যথেষ্ট না' - এই কথাটা মাথায় ভালোভাবে গেঁথে নিন।

.

[ঙ]

সেই বিখ্যাত আরবী প্রবচন স্মরণ করুন, জ্ঞানের তিনটি স্তর রয়েছে- প্রথম স্তরে মানুষ ভাবে সে সবকিছু জেনে ফেলেছে। দ্বিতীয় স্তরে উঠে বুঝতে পারে তাঁর অনেক কিছুই জানতে বাকি আছে। শেষ স্তরে পৌঁছে মানুষ উপলব্ধি করে- 'সে তেমন কিছুই জানে না!'

.

শেষ কথা - 'দুনিয়াটা এত সরল না, আল্লাহর ওপর ভরসা করুন আর ফ্যান্টাসি থেকে বের হয়ে বাস্তববাদী হোন..'
ওয়াসসালাম!

"আয়াতে রুকয়া" লিস্ট এবং পিডিএফ লিংক

.

[[ক.]]

রুকয়ার আয়াতগুলোর লিস্ট চেয়েছিলেন অনেকে। এজন্য দেয়া হলো। মিসরের এক শায়েখের কিতাব থেকে লিস্টটা করা হয়েছে, এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে সম্ভবত একটা হাদিসও আছে।

আর সাধারণত রুকইয়াহ করার সময় এই আয়াতগুলোই তিলাওয়াত করা হয়।

.

যাহোক, উদাহরণ হিসেবে চাইলে শাইখ সুদাইসের রুকইয়াহ শুনতে পারেন, তাহলে সহজ হবে। (লিংক কমেন্টে)

.

তিলাওয়াত করতে চাইলে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা খেয়াল রাখবেন..
"অবশ্যই সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে হবে, সহীহভাবে তিলাওয়াত না করতে পারলে, সহীহ তিলাওয়াত শুনতে হবে।"

.....

[খ]

আয়াতে রুকইয়াহ

- - সুরা - আয়াত

1 Al-Fatihah
2 Al-Baqara 1-5
3 Al-Baqarah 102
4 Al-Baqarah 163-164

5 Al-Baqarah 255
6 Al-Baqarah 285-286
7 Ali-Imraan 1-9
8 Ali-Imran 18-19
9. Al-'Araf 54-56
9 Al-'Araf 117-122
10 Yunus 81-82
11 Toha 69
12 Al-Mu'minun 115-118
13 As-Soffaat 1-10
14 Al-Ahqaaf 29-32
15 Ar-Rahman 33-36
16 Al-Hashr 21-24
17 Al-Jin 1-9
18 Al-Ikhlas
19 Al-Falaq
20 An-Naas
.
.
[[গ]]
আরেকটা জিনিশ জেনে রাখা উচিত, এখানে মূল হচ্ছে তিলাওয়াত করা, শোনা হচ্ছে পড়ার বিকল্প সহজ ব্যাবস্থা। যেহেতু সবসময়, সব অবস্থায় পড়া সম্ভব না.. তাই শুনতে সাজেস্ট করা হয়।
যেমন, মেয়েদের পিরিয়ডের সময় কোরআন পড়া নিষেধ, কিন্তু শুনতে কোনো সমস্যা নাই...
এছাড়াও মনে করুন, আপনি সারাদিন সময় পাননি, রাতে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পারবেন, কিন্তু হাফেজ না হলে তো শুয়ে শুয়ে পড়তে পারছেন না।
.
তবে সরাসরি তিলাওয়াত করলে, বা সামনাসামনি অন্য কারো তিলাওয়াত শুনলে সবচেয়ে বেশি ইফেক্ট হবে।
.
[[ঘ]]
Pdf হিসেবে ডাউনলোড করে নিন

রুকয়ার আয়াতগুলো একসাথে পিডিএফ করা হয়েছে। তিলাওয়াতের সুবিধার্থে মোবাইল ও পিসির জন্য দুইটা ভার্শন করা হলো, আসা করছি ভালো লাগবে।
.
আর পিডিএফ এর শুরুতে তিলাওয়াতের সাধারণ কিছু রুলস বলা হয়েছে, পড়ে নিবেন।
.
সবশেষে আমার জন্য দু'আ করবেন.. আল্লাহ যেন আমাকে কবুল করে। আর রেজাউল করিম বুখারী ভাই অনেক কষ্ট করে পিডিএফ গুলো বানিয়ে দিয়েছেন উনাকেও আপনাদের দোয়ায় ইয়াদ রাখবেন।
.

ডাউনলোড লিংক--

.

সাধারণ ভার্শনঃ

http://mediafire.com/?rzr9u6zs41s7jhn

.

মোবাইল ভার্শনঃ

http://mediafire.com/?605kcvy01775030

বিস্তারিত জানতে

https://www.facebook.com/notes/abdullah-almahmud/রুকইয়াহ/1120126468076882

রুকইয়াহ আশ-শারইয়্যাহ (ডাউনলোড লিংক)

লিখেছেন Ahnaf Junior - ডিসেম্বর ৩১, ২০১৭
সর্বশেষ আপডেটঃ ১০ মে, ২০১৭

বিষয়ভিত্তিক রুকইয়াহ

.

১। বদনজর (Evil Eye)
সাইজ: ১০এমবি (৫৫মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2dSVe63
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2oi4gvF
ইউটিউবে শুনতেঃ

.

২। যাদু এবং বান (Sihr & Mass)
সাইজ: ১৪এমবি (১ঘন্টা ১৬মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2djcpK0
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2pJ1Jem

.

৩। সুরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জীন
সাইজ: ১২এমবি (৫১মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2pwENzj
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2qOFX9s

.

৪। সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস (৩কুল)
সাইজ: ৭ এমবি (৩০ মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2oYQp0f
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2prVfUZ

.

৫। রুকইয়া - দু'আ
সাইজ: ৪ এমবি (১০ মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2qUYP7K
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2qLpEOC

বিভিন্ন ক্বারিদের রুকইয়া

.
৬। শাইখ আস-সুদাইস
সাইজ: ৭ এমবি (৪৪ মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2ehZRnh
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2pVq1mq
.
৭। শাইখ হুজাইফি
সাইজ: ১৪৫ এমবি
ডাউনলোডঃ http://goo.gl/MsTxmG
.
৮। শাইখ মুহাইসিনী
সাইজ: ৮এমবি (৪৫মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2egbOv2
.
৯। সা'দ আল-গামিদী
সাইজ: ১২ এমবি (৩৪মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2dka32n
বিকল্প লিংকঃ http://bit.ly/2pc7EvF
.
সাইজ: ১৫ এমবি (১ঘন্টা ৫মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2dSSwwh
বিকল্প লিংকঃ http://goo.gl/dPJa7J
.

১০। সিদ্দিক আল মিনশাবী
সাইজ: ১৪ এমবি (৫৯মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2psJsSd
বিকল্প লিংকঃ http://goo.gl/uWTd5T
.
১১। মিশারী রাশেদ আল-আফাসী
সাইজ: ৯ এমবি (১ঘন্টা ১৪মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2eEOyd8
বিকল্প লিংকঃ http://goo.gl/nPgRQK
.
১২। মুফতি জুনাইদের ১ম সিডি থেকে
সাইজ: ১১ এমবি (২৩মিনিট)
ডাউনলোডঃ http://bit.ly/2k4zqFm
বিকল্প লিংকঃ http://upfile.mobi/hIPrfrVrDhU
.
.

১৩। আয়াতে রুকইয়াহ - পিডিএফ
সাইজ: ৫০২কেবি
ডাউনলোড: http://bit.ly/2pVTBHz
.
মোবাইল ভার্শন
সাইজ: ৫৩৯কেবি
ডাউনলোড: http://bit.ly/2oYYUZw
.
১৪। জ্বিন রুকইয়াহ - পিডিএফ
সাইজ: ৫৮৫কেবি
ডাউনলোড: http://bit.ly/2pV45ad
বিকল্প লিংক: http://bit.ly/2piDGXF
.
.

[-] যাদু, জ্বিন, বদনজর এবং রুকইয়াহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-
https://facebook.com/1120126468076882

[-] কোনো ডাউনলোড লিংক কাজ না করলে জানান। ফেসবুকে আমি:
http://facebook.com/thealmahmud
.
.
Tags: Ruqyah, Ruqya, রুকয়া, রুকইয়া, রুকইয়াহ, রুকাইয়া, রুকাইয়াহ, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, দোয়া, জিন, ভুত, পরী, বান, ভুডু, ব্ল্যাক ম্যাজিক, কালো যাদু, যাদু, জাদু, কবিরাজ, চিকিৎসা, বদনজর, কুনজর, মানসিক রোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা, সহীহ, হাদীস, কোরআন, ইসলাম, যাদুর চিকিৎসা, জিন ধরা, দুষ্ট জিন, খবিস, শয়তান, জ্বিনের স্পর্শ, জ্বিনের চিকিৎসা, এক্সোর্সিজম, এক্সোরসিস্ট, exorcism, exorcist, demonology, Demonologist.